

গদ্য

০১

অতিথির মৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গদ্যটির মূলকথা

একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মগভের সম্পর্কই এ গল্পের বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন, মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক নানা প্রতিকূল কারণে স্থায়ীরূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়। আবার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিঞ্চ হয় তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। এ গল্পে সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপই প্রকাশ করা হয়েছে।



গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল ১ : পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক কীভাবে গড়ে ওঠে তা জানতে পারব। [চ. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; সি. বো. '১৮; কু. বো. '১৭]
- শিখনফল ২ : মানবের প্রাণীর প্রতি মানুষের নিছুর আচরণ পরিহারে উদ্বৃত্ত হব। [রা. বো. '১৮; ঢ. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৭]
- শিখনফল ৩ : শারীরিক সুস্থিতার জন্য বায়ু পরিবর্তনের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল ৪ : মানব হৃদয়ের যন্ত্রণা উপলক্ষ্য করতে শিখবে।
- শিখনফল ৫ : পশুও যে মানুষের প্রতি অনুরাগী হতে পারে, সেটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। [ঢ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; রা. বো. '১৭]

লেখক-পরিচিতি

নাম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর।

সাহিত্যকর্ম : উপন্যাস : বড়দিদি, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, দেবদাস, পল্লীসমাজ, বৈকুঠের উইল, শ্রীকান্ত (চার খণ্ড), গৃহদাহ, চরিত্রাদীন, দত্তা, পথের দাবী, দেনাপাওনা, শেষ প্রশ্ন ইত্যাদি। ছেটগল্প : মহেশ, বিলাসী, সতী, মামলার ফল ইত্যাদি। নাটক : ঘোড়শী, রমা ইত্যাদি। প্রবন্ধগ্রন্থ : তরুণের বিদ্রোহ, ব্রহ্মণ ও সাহিত্য, নারীর মূল্য। পুরস্কার ও সম্মাননা : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগতারিণী স্বর্গপদক' লাভ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।



মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

উৎস-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওয়ারের মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং দৈর্ঘ্য পরিমার্জনা করে এখানে 'অতিথির মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ গল্প পড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। নতুন কোনো জায়গা ভ্রমণ করলে ওই অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেও আগ্রহী হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

আদেশ — হৃকুম, নির্দেশ, উপদেশ।

প্রাচীর — দেয়াল, পঁচিল।

- | | |
|----------|---|
| লোকচক্ষু | — সাধারণ মানুষের দৃষ্টি, জনসাধারণের নজর। |
| শীর্ণ | — শরীর শুকিয়ে গেছে এমন, রোগা, দুর্বল, ক্ষীণ। |
| সহসা | — হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত। |
| নালিশ | — অভিযোগ, আবেদন, ফরিয়াদ। |
| প্রস্তুত | — তৈরি, উদ্যোগ বা আয়োজন সম্পূর্ণীকৃত। |
| খবরদারি | — সাবধানতা, খোঁজ রাখা, সতর্কতা। |

বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

আর্মড	ব্যাধি	গৃহস্থ	বিষ্ণু	শীর্ণ	পাঞ্চুর	ব্যাধিগ্রস্ত	নেমন্তন্ত	প্রত্যুত্তর	আতিথি
প্রত্যহ	সম্বন্ধ	রোদ্রতণ্ড	চেঁচেপুঁছে	বাঁধাবাঁধি	আচম্প	একদৃষ্টে	নিষ্ঠৰ্থ	মধ্যাহ্ন	কুঞ্জ



অনুশীলন



সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফর্মাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, গদ্যটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনকলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



১. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. বাতব্যাধিগত রোগীরা কখন ঘরে প্রবেশ করে?
 ① সন্ধ্যার পূর্বে ② সন্ধ্যার পরে
 ③ বিকেল বেলা ④ গোধূলি বেলা

[তথ্যসূত্র] : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-2।

» তথ্য-ব্যাখ্যা : 'অতিথির সূতি' গল্পে লেখক সন্ধ্যা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন বৃন্দ বাস্তিকে দ্রুত বাসায় ফিরতে দেখেন। লেখক মনে করেন, তারা বাতব্যাধিগত রোগী ছিলেন তাই সন্ধ্যার পূর্বেই তাদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি পেয়েছেন?

- ① ঢাকা ② কলকাতা
 ③ অক্সফোর্ড ④ কেমব্ৰিজ

[তথ্যসূত্র] : পাঠ্যবইয়ের লেখক-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-4।

» তথ্য-ব্যাখ্যা : সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি পেয়েছেন।

৩. আতিথের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে কী বোঝায়?

- i. কোনো তিথি না মেনে কারো আগমনকে
 ii. মাত্রাতিরিক্ত সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করাকে
 iii. অবাঞ্ছিতভাবে কোনো অতিথির অধিক সময় অবস্থানকে
 নিচের কোনটি সঠিক?

- গ ① i ② i ও ii ③ iii ④ i, ii ও iii

[তথ্যসূত্র] : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-2।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবা-মায়ের আদরের দুই ছেলে আশিক ও আকাশ এবার ক্লাস টুতে পড়ে। ওদের বাবা একদিন ছোট খাচায় একটি ময়না পাখি উপহার দেয়। সেই থেকে সারাক্ষণ দুই তাই প্রতিযোগিতা করে পাখিটিকে খাবার ও পানি দেওয়া, কথা বলা আর কথা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে দেখে, বিড়াল এসে রাতে পাখিটাকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে তাদের অবোর ধারায় কানা, কেউ আর থামাতেই পারে না। আজও সেই ময়নার কথা মনে হলে ওরা কেঁদে ওঠে।

৫. উদ্দীপকে 'অতিথির সূতি' গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

- i. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক
 ii. পশু-পাখির সাথে মানুষের মেহপূর্ণ সম্পর্ক
 iii. ভালোবাসায় সিঙ্গ পশু-পাখির বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা
 নিচের কোনটি সঠিক?

- গ ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

[তথ্যসূত্র] : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-4।

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?
 ① বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না
 ২. আতিথের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে
 ৩. অতএব আমার অতিথি উপবাস করে
 ৪. তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও

[তথ্যসূত্র] : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-3।

» তথ্য-ব্যাখ্যা : 'অতিথির সূতি' গল্পে দেওঘরে একটি কুকুরের প্রতি কয়েকদিনের পরিচয়ে লেখকের গভীর মমতবোধ গড়ে ওঠে। তবে একসময় লেখকের দেওঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় হলে সেই কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার আগ্রহ খুঁজে পান না।

২. সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১.** দরিদ্র বর্গাচারি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ষাঁড় মহেশ। কিন্তু দারিদ্রের কারণে ওকে ঠিকমতো খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য ষড় ধার চেঁয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে— মহেশ, তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পূরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুভরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।
 ১. ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওঘরে যাওয়ার কারণ কী?
 ২. খ. অতিথি কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা কর।
 ৩. গ. উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির সূতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
 ৪. ঘ. উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিৱ— 'অতিথির সূতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনকল ১

- ক. • শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওঘরে যাওয়ার কারণ চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তন।
 খ. • চাকরদের ভয়ে লেখকের অতিথি কুকুরটি কিছুতে ভেতরে ঢোকার ভরসা পেল না।
 ১. লেখক কুকুরটিকে অন্ধকার পথে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার জন্য বললেন। তার লেজ নাড়তে দেখে লেখক বুঝলেন সে রাজি আছে। তিনি কুকুরটিকে সাথে নিয়ে বাড়ির সামনে এলেন। গেট খুলে ওই কুকুরকে ভেতরে ডাকলেন। কিন্তু কুকুরটি বাইরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ভেতরে চুকল না কারণ কুকুরটি ভয় পেয়েছিল। সে ভেবেছিল ভেতরে চুকলে হয়তো তাকে প্রহার করা হবে।
 ২. গ. • উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির সূতি' গল্পের লেখক কুকুরের প্রতি যে মেহপূর্ণ আচরণ করেছেন সেই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

• পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক মেহপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেক মানুষ পশু-পাখিকে সন্তানমেহে লালন-পালন করে। এই পশু-পাখি মানুষের সুখ-দুঃখের সাথিও হয়ে ওঠে।

• উদ্দীপকের মহেশ হলো দরিদ্র বর্গাচারি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ঘাঁড়। দারিদ্র্যের কারণে মহেশকে ঠিকমতো খাবার দিতে পারে না বলে কটে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, মহেশ তার ছেলে, তাকে পেটপুরে খেতে দিতে না পারলেও তাকে সে অনেক ভালোবাসে। ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের অতিথি পথের একটি কুকুর, বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গী। লেখক চাকরকে বলেন, কুকুরটি যদি গেটের ভেতরে আসে তবে তাকে যেন খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু অতিথি গেটের ভেতর না ঢুকে চলে যায়। পরদিন তিনি অতিথিকে গেটের বাইরে দেখে জানতে চাইলেন, গতকাল তার নিমন্ত্রণে সে এলো না কেন। আজ যেন সে খেয়ে যায়, না খেয়ে যেন যায় না। এছাড়াও দেওঘর থেকে ফেরার সময় লেখকের খুব কষ্ট হয় তাকে ছেড়ে আসতে। এভাবে উদ্দীপকের মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের কুকুরের প্রতি মেহপূর্ণ আচরণের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

৩. • “উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• মানুষের সাথে মানুষের ঘেমন মেহ-মতার সম্পর্ক বিদ্যমান তেমনই প্রাণীর সাথেও মানুষের মমতার সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। পশু-পাখিও মানুষের ভালোবাসা বুঝতে পেরে তার প্রতিদান দেয়।

• উদ্দীপকের গফুরের পোষা প্রাণী একটি ঘাঁড়— নাম মহেশ। সে দারিদ্র্যের কারণে মহেশকে ঠিকমতো খড়-বিচুলি দিতে পারে না। খাবারের জন্য মহেশের দুঃখের সীমা নেই দেখে সন্তানতুল্য মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে গফুর। ‘অতিথির সূতি’ গল্লে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসা লেখকের সাথে একটি কুকুরের স্থির গড়ে ওঠে। লেখক তাকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়। তাকে রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য লেখকের মনে আগ্রহ ছিল না।

• উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির দিক দিয়ে মিল লক্ষ করা যায়। কিন্তু গফুর দারিদ্র্যের কারণে তার পোষা প্রাণী মহেশকে ঠিকমতো খাবার দিতে পারছে না। ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখক বেড়াতে এসে একটি কুকুরের সাথে মেহের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি চাকরদের দিয়ে তাকে খাবার যেতে দেন। প্রাণীর প্রতি গফুর ও আলোচ্য গল্লের লেখকের মমতা প্রমাণ করে চেতনাগতভাবে তারা এক। কিন্তু পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে উদ্দীপক ও গল্লের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

প্রশ্ন ৩২ লালমনিরহাটের যুবায়ের প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষাহাতি কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রেতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাঁধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খদ্দের আরও বেশি লোকজন সাথে করে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যুবায়ের দেখে— কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিংকার করে আর বলে— ‘ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!’

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পদক লাভ করেন? | ১ |
| খ. | লেখক দেওঘর থেকে বিদ্যায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. | কালাপাহাড়ের আচরণ ‘অতিথির সূতি’ গল্লের অতিথির আচরণ কীভাবে ভিন্ন— বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. | “উদ্দীপকের যুবায়েরের অনুভূতি আর ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। | ৪ |

২নং প্রশ্নের উত্তর

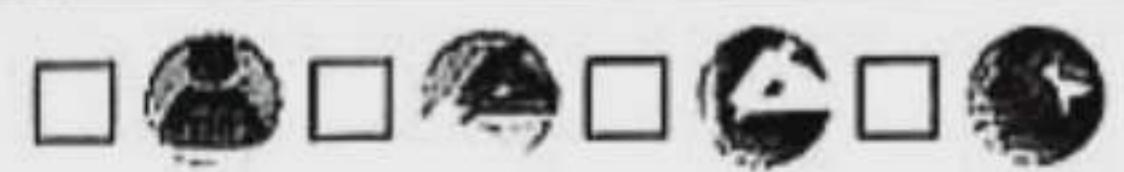
► শিখনফল ৫

- ক.** • শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘জগতারণী বৰ্ণপদক’ লাভ করেন।
- খ.** • লেখকের অতিথি কুকুরটিকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগার কারণে লেখক দেওঘর থেকে বিদ্যায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন।
- ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখক পথে বেড়াতে বের হতেন এক একা। একদিন বাড়ি ফিরতে তার সন্ধ্যা হয়ে যায়, পথের একটি কুকুর সঙ্গী হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন কুকুরটি বাড়ির গেটের সামনে লেখকের জন্য অপেক্ষা করে। কুকুরটির এরূপ আচরণে লেখকের মনে কুকুরটির জন্য অকৃত্রিম মমত্ববোধ জেগে ওঠে। তাই দেওঘর থেকে যখন বিদ্যায় নেওয়ার দিন এসে পড়ে তখন কুকুরটিকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগায় লেখক নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন।
- গ.** • কালাপাহাড়ের আচরণে ‘অতিথির সূতি’ গল্লের অতিথির থেকে ভিন্ন। কারণ কালাপাহাড়ের অনুভূতি ও চেতনা অতিথির থেকে বেশি।
- মানুষ তার মানবীয় গুণের কারণে পশু-পাখিকে ভালোবাসে। পশু-পাখি মানুষের সেই ভালোবাসা বুঝতে পারে এবং বিভিন্নভাবে তারই প্রতিদান দেয়। মেহ-মতার সম্পর্কের বিজ্ঞতায় পশু-পাখি ও কষ্ট পায়।
- উদ্দীপকের যুবায়ের ১০ বছরের পোষা হাতি কালাপাহাড়কে দারিদ্র্যের কারণে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই তার মনিবকে ছেড়ে যেতে চায়নি। তাই তো শেষ পর্যন্ত সে অভিমানে মরে গেছে। ‘অতিথির সূতি’ গল্লের কুকুরটি দুই দিন লেখকের দেখা না পেয়ে দরজার সামনে দাঢ়িয়ে ছিল। লেখকের বিদ্যায়ের দিন কুকুরটিও কুলিদের সাথে ছোটাছুটি করতে থাকে, যেন সব ঠিক থাকে। লেখকের বিদ্যায়ের সময় কুকুরটিও স্টেশনে দাঢ়িয়ে থাকে। এভাবে উদ্দীপকের কালাপাহাড় ও অতিথি মেহ-মায়া-মতায় এক হলেও কালাপাহাড়ের আচরণ ‘অতিথির সূতি’ গল্লের অতিথির আচরণের থেকে ভিন্ন জীবন। দিয়ে সে নিজের যাওয়া ঠেকায়।
- ঘ.** • “উদ্দীপকের যুবায়েরের অনুভূতি আর ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের অনুভূতি মানবেতর প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধের দিক থেকে একই ধারায় উৎসারিত”— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের সাথে যেমন মানুষের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক তেমনই প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের মতো পশু-পাখির বিচ্ছেদও মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে।
- উদ্দীপকে কালাপাহাড়কে যুবায়েরের যতদিন সামর্থ্য ছিল লালন-পালন করেছে, কাজ করিয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে ঠিকমতো খাবার না পেয়ে কালাপাহাড় কষ্ট পাবে বলে সে তাকে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু কালাপাহাড় মারা যাওয়ায় যুবায়ের চিংকার করে বিলাপ করতে থাকে। ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখক কুকুরের সাথে কয়েক দিনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট এড়াতে লেখক দেওঘরে আরও দুদিন দেরি করলেন। এমনকি কুকুরের জন্য বাড়ি ফিরে যেতে লেখক মনের ঘণ্টাও তেমন আগ্রহ পেলেন না।
- উদ্দীপকে যুবায়েরের কালাপাহাড়ের প্রতি মমতা ও ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের কুকুরের প্রতি মমতার দিক থেকে দুজনের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর



টপিকের ধারায় প্রশ্ন



সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ।

১. পাখি চালান দেওয়া কাদের ব্যাবসা? [জ. বো. '১৯]
 ① মালির ② মালিনীর
 ③ ব্যাধের ④ আসমির
২. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের সবচেয়ে দুঃখ হতো যাকে দেখে সে হলো— [জা. বো. '১৯; কু. বো. '১৯]
 ① পা ফুলো অল্পবয়সি একদল মেয়ে
 ② একটি দরিদ্র ঘরের যেয়ে
 ③ বাতব্যাধিগত বৃন্দ ব্যক্তি
 ④ একটি শক্তি-সামর্থ্যহীন কুকুর
৩. মালিবউ কেন কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয়? [রা. বো. '১৬; য. বো. '১৯]
 ① খাবারে ভাগ বসাবে বলে ② কামড়াবে বলে
 ③ দেখতে কুৎসিত বলে ④ ঘেউ ঘেউ করত বলে
৪. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কোন পাখিটি সবচেয়ে ভোরে উঠে?
 [চ. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১২]
 ① বুলবুলি ② শ্যামা
 ③ শালিক ④ দোয়েল
৫. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের দেখা পীড়িতরা কোন শ্রেণির গৃহস্থ ঘরের?
 [সি. বো. '১৯]
 ① নিম্নবিত্ত ② মধ্যবিত্ত
 ③ উচ্চবিত্ত ④ উচ্চমধ্যবিত্ত
৬. "তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে"— লেখক কেন দেরি করেছিলেন?
 [ম. বো. '১৯]
 ① সুস্থিতা লাভের আশায় ② কুকুরটির মমতায়
 ③ ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায় ④ আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছায়
৭. দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের দুঃখবোধের কারণ— [রা. বো. '১৮]
 ① বয়স ② অসুস্থিতা
 ③ নিঃঙ্গতা ④ দুরবস্থা
৮. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে 'ক্ষুধাহরণের কর্তব্য' বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
 [কু. বো. '১৮]
 ① ক্ষুধা বাড়াতে পরিশ্রম ② ক্ষুধা নিবারণ করা
 ③ খাদ্য সংগ্রহ করা ④ খাদ্য জোগাতে পরিশ্রম
 * [বিদ্র.: ক ও খ দুটোই সঠিক উত্তর।]
৯. "চাকরদের দরদ তার 'পরেই বেশি।' 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে 'তার' বস্তুত কার কথা বলা হয়েছে?
 [চ. বো. '১৮]
 ① মালি ② লেখক
 ③ মালি-বৌ ④ অতিথি
১০. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কে বকশিশ পেল না?
 [ব. বো. '১৮]
 ① মালির বৌ ② কুলি
 ③ মালি ④ অতিথি
১১. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মালিনীর প্রতি কাদের দরদ বেশি ছিল? [ব. বো. '১৮]
 ① চাকরদের ② প্রতিবেশীদের
 ③ লেখকের ④ অতিথি
১২. ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উচু ডালে বসে প্রত্যহ ডাকত কোন পাখিটা?
 [ব. বো. '১৭]
 ① বুলবুলি ② বেনে-বৌ
 ③ শ্যামা ④ টুনটুনি
১৩. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের নন কেন ব্যস্ত হয়ে উঠল?
 [দি. বো. '১৭]
 ① পাখিদের আনাগোনা দেখে
 ② পাখি দুটিকে না আসতে দেখে
 ③ পাখিদের কলকাকলি শুনে
 ④ গলাভাঙ্গা সুরে তজন শুনে

১৪. পাখিদের আনাগোনা কখন শুরু হয়? [জ. বো. '১৬]
 ① সন্ধ্যে বেলায় ② রাতের শেষে
 ③ সকাল বেলায় ④ সাঁবোর বেলায়
১৫. অল্পবয়সি মেয়েরা মোজা পরত কেন? [জ. লো. '১৪; জা. বো. '১৬]
 ① শীতকাল বলে ② অভিজ্ঞত বলে
 ③ পা-ফোলা বলে ④ সুন্দর লাগার জন্য
১৬. দ্রেনে পড়া বিড়াল ছানাটিকে নিজ হাতে তুলে রাস্তার ধারে রাখলেন ব্যারিস্টার আকমল সাহেব?
 — উদ্দীপকের আকমল সাহেবের চেতনা কোন রচনায় প্রকাশিত?
 [য. বো. '১৬]
 ① মংডুর পথে ② কিশোর কাজি
 ③ অতিথির স্মৃতি ④ মাটেটি অব ডেনিস
১৭. "তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।" — 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে এ উৎসাহ কার?
 [কু. বো. '১৬]
 ① মালিনী ② অতিথি
 ③ লেখক ④ মালি
১৮. ট্রেন ছেড়ে দিলেও লেখক মনের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আশ্র খুঁজে পেলেন না কেন?
 [রা. বো. '১৫; চ. বো. '১৬]
 ① গৃহের প্রতি উদাসীনতা ② অতিথির জন্য বিরহকাতরতা
 ③ পরিবারের প্রতি অনীহা ④ দেওঘরের প্রতি ময়তা
১৯. প্রাচীরের ধারে কোন গাছটি ছিল?
 [সি. বো. '১৬]
 ① হিজল ② জারুল
 ③ ইউক্যালিপটাস ④ পাইন
২০. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েরা মাটি পর্যন্ত কাপড় পরত কেন?
 [দি. বো. '১৬]
 ① সংস্কারের কারণে ② বিকৃতি আঢ়াল করতে
 ③ ঠাড়া থেকে রক্ষা পেতে ④ সৌন্দর্য বৃন্দি করতে
২১. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটু দেরি করে আসত কোন পাখি?
 [রা. বো. '১৫; সকল বোর্ড '১০]
 ① টুনটুনি ② দোয়েল
 ③ শ্যামা ④ বেনে-বৌ
২২. ট্রেন ছাড়তে আর কত মিনিট বাকি?
 [আইডিয়াল ছুল অ্যাভ কলেজ, মতিখিল, ঢাকা]
 ① এক মিনিট ② দুই মিনিট
 ③ তিন মিনিট ④ চার মিনিট
২৩. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যান। — এখানে বায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 [মতিখিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
 ① নির্মল বায়ুপ্রবাহ ② বাসম্থান পরিবর্তন
 ③ বাস্থ্যকর পরিবেশে ভ্রমণ ④ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান
২৪. কোন গাছের ডালে বেনে-বৌ পাখিরা প্রতিদিন হাজিরা দিত?
 [মতিখিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
 ① ইউক্যালিপটাস গাছের ② অশ্ব গাছের
 ③ বকুল গাছের ④ কাঁঠাল গাছের
২৫. "খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?" এ জিজ্ঞাসা কার প্রতি?
 [গৱর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ম্যানসিংথ]
 ① চাকরের প্রতি ② মালি-বৌর প্রতি
 ③ কুকুরটির প্রতি ④ বায়ুন ঠাকুরের প্রতি
২৬. অতিথি কখন আবার উঠানের ধূলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল?
 [গুবন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ① যখন লেখক নিজে অতিথিকে খাবার খেতে দেন
 ② যখন মালি বৌয়ের ভয়টা চলে যায়
 ③ যখন থেকে মালি বৌ অর্ধেকটা খাবার অতিথিকেও দেয়
 ④ যখন লেখক মালিককে ডেকে তার বৌকে শাসন করতে বলে



- ৪৩.** 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের পীড়িত মানুষজন কেমন পরিবারের সন্তান?
 ১) উচ্চবিভূতি
 ২) মধ্যবিভূতি
 ৩) নিম্নবিভূতি

৪৪. "হয়তো, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আৱ নেই।" এখানে কাৱ
কথা বলা হয়েছে?
 ১) বেনে-বৌ পাখি
 ২) কুকুরটি
 ৩) মালিনী
 ৪) বুলবুলি পাখি

৪৫. দুপুৰ বেলায় উপরের ঘৰে বিছানায় শুয়ে লেখক কী কৱছিলেন?
 ১) ঘুমাচ্ছিলেন
 ২) বই পড়ছিলেন
 ৩) খবৰের কাগজ পড়ছিলেন
 ৪) ব্যয়াম কৱছিলেন

৪৬. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খোলা দৱজা দিয়ে সিঁড়িৰ উপৰ কাৱ ছায়া
পড়েছে?
 ১) কুকুরটিৰ
 ২) মনিবেৰ
 ৩) মালিৱ
 ৪) লেখকেৱ

৪৭. কাৱ ডয়টা অতিথিৰ গেছে?
 ১) লেখকেৱ
 ২) মালিনীৰ
 ৩) চাকৱদেৱ
 ৪) মানুষেৱ

৪৮. লেখকেৱ ট্ৰেণ কখন ছিল?
 ১) সকালে
 ২) বিকেলে
 ৩) দুপুৱে
 ৪) রাতে

শব্দার্থ ও টীকা ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৩

৪৯. 'ভজন' শব্দেৱ অৰ্থ কী? [ৰ. বো. '১৯]
 ১) প্ৰাৰ্থনা
 ২) প্ৰাৰ্থনামূলক গান
 ৩) আৱাধনা
 ৪) মুনাজাত

৫০. 'পান্ত্ৰু' শব্দেৱ অৰ্থ কী? [বগুড়া সৱকাৱি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ১) বিবৰণ
 ২) ফ্যাকাশে
 ৩) রোগাটে
 ৪) পাতলা

৫১. "বায়ু পৱিবৰ্তনে সাধাৱণত যা হয় সেও লোকে জানে, আবাৱ
আসেও।"— কেন আসে? [মাজশাহী সৱকাৱি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ১) কৰ্মক্লান্তি থেকে মুক্তি পাওয়াৰ জন্য
 ২) রোগ সারতে পারে এটা ভেবে
 ৩) চিকিৎসকেৱ আদেশ মেনে নিয়ে
 ৪) অবসাদ থেকে মুক্তি লাভেৰ জন্য

৫২. মালিৱ ত্ৰীকে কী বলা হয়?
 ১) মালিলী
 ২) মালিনী
 ৩) মালাকৱ
 ৪) মলিনা

৫৩. 'দোৱ' শব্দেৱ অৰ্থ প্ৰকাশিত হয়েছে নিচেৱ কোনটিতে?
 ১) উপবন
 ২) বাড়িৰ ফটক
 ৩) দারোয়ান
 ৪) জানালা

৫৪. 'যে মালা রচনা কৱে' তাকে এক কথামৰ কী বলে?
 ১) মালি
 ২) আসামি
 ৩) মালিনী
 ৪) কুঞ্জ

পাঠেৱ উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪

৫৫. গল্পটি পাঠেৱ মধ্য দিয়ে মানবেতৱ প্ৰাণীৰ প্ৰতি শিক্ষার্থীৰ মনে
কোন ধৱনেৱ বৈশিষ্ট্যেৱ উন্মেষ ঘটবে?
 [মতিবিল সৱকাৱি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

১) অসহনীয়
 ২) পৱোপকাৱ
 ৩) সহনশীল নৱ এমন
 ৪) সহনুভূতিশীল

৫৬. 'অতিথিৰ স্মৃতি' গল্প পাঠ কৱে আমৱা কোন বোধে উদ্ব�ৰ্দ্ধ হব?
 ১) সহনুভূতিশীল
 ২) স্বাৰ্থপৱতা
 ৩) অন্ধ দেশাভবোধে
 ৪) প্ৰাণী হত্যা নীতিতে

 পাঠ-পরিচিতি ১ পাঠাবই; পৃষ্ঠা 4

(विद्यासिनी सरकारी बालिका उच्च विद्यालय, टोकाइन)

৬৪. **গ** অতিথির স্মৃতি' গল্পটির লেখক প্রদত্ত নাম হলো—
১) বাড়ির লোহার গেইট ২) দেওঘর ত্যাগ
৩) প্রতিকূল পরিবেশ ৪) মানবীয় আচরণ

৬৫. **ব** 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কোনটি প্রকাশ করা হয়েছে?
১) প্রাকৃতিক পরিবেশের চিরস্মৃতির রূপ
২) মনিব-চাকর সম্পর্কের বিচিত্র রূপ
৩) ডাঙ্গারের অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি
৪) মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যকার সম্পর্কের বিচিত্র রূপ

লেখক-পরিচিতি > পাঠ্যবই: পাঞ্চা ৪

৭১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত বছর মেঝেনে অবস্থান করেন? [গান্ধা নবন্ধনি সামিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) ১২ বছর
(খ) ১০ বছর
(গ) ১৩ বছর

৭২. কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ভারতের কোন রাজ্যে? [গান্ধা নবন্ধনি সামিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) আসাম
(খ) পশ্চিমবঙ্গ
(গ) মণিপুর

৭৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম তুগলি জেলার— [গান্ধা নবন্ধনি সামিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) দেবানন্দপুরে
(খ) ভবানন্দপুরে
(গ) আনন্দপুরে
(ঘ) নিমতলীতে

৭৪. শরৎচন্দ্রের কোন পর্যায়ের শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে? [গান্ধা নবন্ধনি সামিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা
(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা
(গ) কলেজ শিক্ষা
(ঘ) উচ্চশিক্ষা

৭৫. জীবিকার সন্ধানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় গমন করেন? [গান্ধা নবন্ধনি সামিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) চট্টগ্রাম
(খ) কৃষ্ণনগর
(গ) রানাঘাট
(ঘ) রেঙ্গুন

৭৬. কোন শহরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়? [গান্ধা নবন্ধনি সামিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) ঢাকা
(খ) কলকাতা
(গ) রেঙ্গুন
(ঘ) মুম্বাই

 বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

- | | | |
|-----|--|---|
| ৭৭. | “ঝড়ে পড়ে যাওয়া পাখির ছানাটিকে মারুক যঙ্গের সঙ্গে পাখিটির
বাসায় পৌছে দিল।”— এখানে ‘অতিথির স্মৃতি’ গঙ্গের প্রতিফলিত
দিকটি হচ্ছে— | [জ. বো. '১৭] |
| | i. বিবেকবোধ
ii. জীবপ্রেম
iii. প্রকৃতিপ্রেম | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ক | ক) i, ii ৰ) i, iii গ) ii, iii ৱ) i, ii, iii | |
| ৭৮. | ‘অতিথির স্মৃতি’ গঙ্গে মালিনী— | [বিআরউক উচ্চবিদ্যালয় মডেল কলেজ, ঢাকা] |
| | i. কম বয়সী
ii. দেখতে ভালো
iii. যাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ঘ | ক) i, ii ৰ) i, iii গ) ii, iii ৱ) i, ii, iii | |
| ৭৯. | ‘অতিথির স্মৃতি’ গঙ্গ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই— | [বীণাপাণি সরকারি বাসিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ; ডিকারুননিশা নূন মূল এভ কলেজ, ঢাকা] |
| | i. যমত্ববোধ
ii. সহানুভূতি
iii. ভালোবাসা | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ঘ | ক) i, ii ৰ) ii, iii গ) i, iii ৱ) i, ii, iii | |
| ৮০. | “সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাঙ্জ নাড়ছে”— এখানে ‘ল্যাঙ্জ নাড়ানো’
ব্যবহৃত হয়েছে— | [গুটিয়াবালী সরকারি ভুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়] |
| | i. সম্মতি অর্থে
ii. মৌনতা অর্থে
iii. আগ্রহ অর্থে | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ঘ | ক) i, ii ৰ) i, iii গ) ii, iii ৱ) i, ii, iii | |
| ৮১. | “কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল।”— যার কথা বলা হয়েছে— | |
| | i. লেখকের
ii. কুকুরটির
iii. অতিথির | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ঘ | ক) i, ii ৰ) ii গ) ii, iii ৱ) i, iii | |

৮২. মালিনীর ব্যাপারে সঠিক তথ্য হলো—
 i. মালিনীর বয়স কম
 ii. সে দেখতে সুন্দর
 iii. খাওয়ার ব্যাপারে সে নির্বিকারচিত
 নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ① i ও ii ② ii ও iii ③ i, ii ও iii ④ i ও iii
৮৩. বেনে-বৌ পাখি দুদিন না আসাতে লেখক অস্থির হয়ে উঠলেন—
 i. লেখকের সহজাত পাখিগুলির টানে
 ii. শিকারিনা হত্যা করতে পারে ভেবে
 iii. শিকারিনা ধরে চালান করতে পারে ভেবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ① i, ii ও iii ② i ও ii ③ ii ও iii ④ i ও iii
৮৪. অতিথির দুই দিন অভুত থাকার জন্য দায়ি—
 i. মানুষের ইন স্বার্থবুন্ধি
 ii. লেখকের অপরিসীম মেহপরায়ণতা
 iii. চাকরদের মালিনীর প্রতি আনুকূল্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ① i ও iii ② ii ও iii ③ iii ④ i ও ii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

- উদ্দীপকটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 আকাশ সাহেব ক্রুতর পোষেন। খাবার নিয়ে বাক-বাকুম করে
 ডাকলে ক্রুতরগুলো ছুটে আসে। আকাশ সাহেবের দৃঃখ্য-কন্ট
 মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে। [ব. বো. '১১]
৮৫. উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কেন দিকটিকে ইঙ্গিত করে?
(ক) মানবেতের প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ
(খ) মানুষের প্রতি মমত্ববোধ
(গ) মালির প্রতি মমত্ববোধ
(ঘ) মালির বউয়ের প্রতি মমত্ববোধ
৮৬. উদ্দীপকের মূলভাব 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—
 i. স্মৃতিকাতরতা
 ii. স্বাস্থ্য সচেতনতা
 iii. মনুষ্যত্ববোধ
 নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) ① i ② i ও ii ③ i ও iii ④ i, ii ও iii

গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

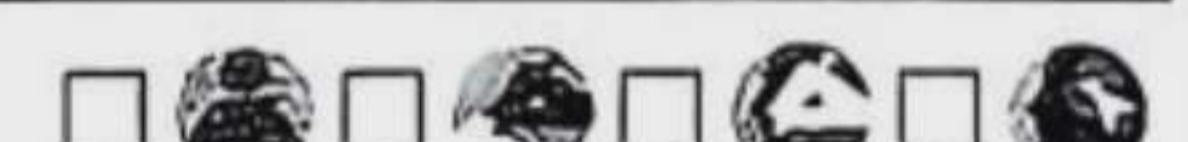
বাদল সাহেব ডায়াবেটিস রোগী। ডাক্তারের পরামর্শে প্রতিদিন
 বিকেলে হাঁটতে বের হন। হাঁটতে গিয়ে দেখেন তার মতো
 অনেকেই হাঁটতে বের হয়েছে। যারা হাঁটতে বের হয়েছে তাদের
 অনেকে স্থূলকায়। একটি হাঁটলেই হাঁপিয়ে যায়। তারপরও তাদের
 হাঁটার প্রাপপণ চেষ্টা। হঠাতে বাদল সাহেব দেখতে পান রাস্তার পাশে
 একটি বিড়ালছানা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি বিড়ালছানাটিকে
 বাসায় নিয়ে যান এবং পরম যত্নে তাকে সুস্থ করে তোলেন।

- ক. কী দেখে লেখকের সত্যিকার ভাবনা ঘুচে গেল? ১
 খ. আতিথের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কী
 বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লোকদের হাঁটার প্রাপপণ চেষ্টা 'অতিথির
 স্মৃতি' গল্পের কোন দিককে নির্দেশ করে— ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের বাদল সাহেবের প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধে 'অতিথির
 স্মৃতি' গল্পের লেখকের মমত্ববোধের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে
 কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 তুহিন স্কুল থেকে এসে দেখে ওর পোষা টিয়াটি বিড়ালের নথের
 আঘাতে মারা গেছে। এই দুঃখে তুহিন কয়েকদিন ঠিক করে থেতে
 পড়তে পারেনি। [বিদ্যাসংগী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

৮৭. উদ্দীপকটিতে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাদৃশ্য কোথায়?
(ক) ইতর প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা
(খ) তুচ্ছ জীব হারানোয়
(গ) প্রাণীর প্রতি উদাসিনতা
(ঘ) অবলা জীবের প্রতি অবজ্ঞা করা
৮৮. উক্ত ভাবটির সাথে সংগতিপূর্ণ বাক্য—
 i. কী রে, খাবি আমার সঙ্গে?
 ii. চাকরদেরও দরদ তার 'পরেই বেশি
 iii. না খেয়ে যাসনে বুঝলি
 নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৮৯. উদ্দীপকটি পড়ে ৯১ থেকে ৯১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 "এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
 দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
 পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
 দোহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।"
 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সঙ্গে সাযুজ রেখে উদ্দীপকে কোন
 তৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
(খ) নর-নারীর পারম্পরিক সম্পর্ক
(গ) পশুকে মানুষের বেশি মূল্য প্রদান
(ঘ) পশুশিশু ও মানবশিশু নব পরিচয় বন্ধন
৯০. উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আঙ্গিকগত তৎপর্য—
 i. একটি স্মৃতিকথা, অন্যটি কবিতা
 ii. গদ্যের প্রবহমানতা ও ছন্দের বন্ধনে ভাবকথা
 iii. স্মৃতিকথার অবয়ব, কবিতা সংহত
 নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ① i ও ii ② ii ও iii ③ i ও iii ④ i, ii ও iii
৯১. উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটির চেতনাগত পার্থক্য কোথায়?
(ক) মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন
(খ) গল্পে পশুপ্রাণি ও অপ্রাণি দেখা যায়, উদ্দীপকে যার না
(গ) মানুষ মানবেতের জীবকে ভালো না বেসে পারে না
(ঘ) পশুরা কখনো মানুষের প্রতি সদয় হয় না

শিখনফলের ধারায় প্রণীত



১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক.** • হলদে রঞ্জের একজোড়া বেনে-বৌ পাখিকে আবার ফিরে
 আসতে দেখে লেখকের সত্যিকার ভাবনা ঘুচে গেল।
- খ.** • বিনা নিম্নলিখিত কুকুরটি ভোজ খাওয়ার আশায় নিশ্চিত হয়ে বসে
 আছে, যা আতিথের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে।
- কুকুরটির সঙ্গে লেখকের সব্য হওয়ার পরের দিন কুকুরটি
 লেখকের নিম্নলিখিত রক্ষা করে। পরের দিনও একই সময়ে কুকুরটি
 লেখকের গৃহে এসে হাজির হয়। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কারও বাড়িতে
 কোনো অতিথি অধিক সময় অবস্থান করলে তাতে আতিথের মর্যাদা
 লঙ্ঘিত হয়। তাই সাধারণ বিচারে কুকুরটি এ মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে,
 যা আলোচ্য বাক্যে ফুটে উঠেছে।
- গ.** • উদ্দীপকে উল্লিখিত লোকদের হাঁটার প্রাপপণ চেষ্টা 'অতিথির
 স্মৃতি' গল্পের বায়ু পরিবর্তন করতে আসা বাতব্যাধিগ্রন্থদের হাঁটার
 দিকটিকে নির্দেশ করে।
- চিকিৎসকেরা অনেক সময় রোগীদের বায়ু পরিবর্তনের জন্য বলেন।
 অনেকে তাই নতুন আবহাওয়ায় শারীরটাকে বরবরে করতে বিভিন্ন



স্থানে ভ্রমণে যান। অনেকে আছেন সকাল-সন্ধ্যা হাঁটাহাঁটি করেন ডাক্তারের পরামর্শে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস ও বাতের রোগীরা এটা বেশি অনুসরণ করেন।

• উদ্দীপকের বাদল সাহেব ডায়াবেটিস রোগী। তিনি ডাক্তারের পরামর্শে হাঁটতে বের হয়ে দেখেন তার মতো অনেকেই হাঁটতে এসেছে। ‘অতিথির সূতি’ গল্পে লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওয়ারে যান। সেখানে অনেক মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তন করতে এসেছে। তাদের অনেকে ক্ষুধা বৃন্দির জন্য, আবার কেউবা বাতের জন্য হাঁটাহাঁটি করতে বের হয়েছে। কেউবা দুটপদে ঘরে ফিরতে চেষ্টা করছে। গল্পের এ দিকটিকেই উদ্দীপকের লোকদের হাঁটার প্রাণ-পণ চেষ্টা নির্দেশ করেছে।

য • উদ্দীপকের বাদল সাহেবের প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধে ‘অতিথির সূতি’ গল্পের লেখকের মমত্ববোধের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে।

• মানুষ সমাজবন্ধ জীব হিসেবে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, ভালোবাসে। মানুষ হয়ে মানুষকে যেমন ভালোবাসা উচিত তেমনই অন্য প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা থাকা বাস্তুনীয়।

• উদ্দীপকের বাদল সাহেব একজন ডায়াবেটিসের রোগী। তিনি এক সকালে হাঁটতে গিয়ে দেখেন একটা বিড়ালছানা রাস্তার পাশে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি ছানাটিকে বাসায় নিয়ে যান এবং পরম ঘন্টে সুস্থ করে তোলেন। প্রাণীর প্রতি তার এ মমত্ববোধে ‘অতিথির সূতি’ গল্পের লেখকের মমত্ববোধের অনুরূপ। কেননা লেখকও দেওয়ারে বেড়াতে গিয়ে একটা রাস্তার কুকুরকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে নিজের কাছে এনে সেবা-যত্ন করেন এবং আপন করে নেন।

• ‘অতিথির সূতি’ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন মানুষে মানুষে যেমন মেহ-প্রীতির সম্পর্ক, অন্য জীবের সঙ্গেও তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। লেখক নিজেই সেটা করে দেখিয়েছেন। আলোচ্য গল্পে তার বর্ণনা রয়েছে। উদ্দীপকের বাদল সাহেবের মাঝেও প্রাণীর প্রতি এমন মমত্ববোধ লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩২ বরিশাল বোর্ড ২০১৯

মহেশ দরিদ্র বর্গাচারি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ঘাঁড়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমতো খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। তাই সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে— মহেশ, তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুভরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।

ক. ‘অতিথির সূতি’ গল্পে একটু দেরি করে আসত কোন পাখি? ১
খ. “ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন!”—
লেখক কেন এ কথাটি বলেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘অতিথির সূতি’ গল্পের যে দিকটির মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “উদ্দীপকের গফুরের মানসিকতা ‘অতিথির সূতি’ গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ”— মন্তব্যটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক. • একটু দেরি করে আসত হলদে রঞ্জের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি।
খ. • “ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন!”— লেখক এ কথাটি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন।
• বিকেল বেলায় লেখকের বাড়ির সামনে দিয়ে পা ফোলা ফোলা মেয়েরা দল বেঁধে যেত। বেরিবেরি রোগের কারণে তাদের পা ফুলে গেছে, যা পায়ের সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলেছে। পায়ের এ সৌন্দর্যহীনতা ও লজ্জা ঢাকতেই তারা গরমের দিনেও মোজা পরত। এছাড়াও তারা মাটি পর্ণস্ত লুটিয়ে কাপড় পরত। এসব তারা করত যাতে তাদের ফোলা পা মানুষ দেখতে না পায়। আলোচ্য বিষয়টি বোঝাতেই লেখক এ কথাটি বলেছেন।

গ • মানবেতর প্রাণীর প্রতি মমত্বের সম্পর্কের দিক দিয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘অতিথির সূতি’ গল্পের মিল রয়েছে।

• ভালোবাসা একটা স্বামীয় অনুভূতি। এমন অনুভূতি মানুষের প্রতি যেমন হতে পারে তেমনই হতে পারে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিও। ভালোবাসা দিলে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে অবিছেদ্য সম্পর্কও তৈরি হয়ে যায়।

• উদ্দীপকে দেখা যায়, গফুর তার ঘাঁড় মহেশকে খুব ভালোবাসে। অথচ দারিদ্র্যের কারণে মহেশকে ঠিকমতো খড়-বিচুলি দিতে পারে না বলে তার কটের সীমা নেই। নিজে না খেয়ে থাকলেও তার দুঃখ হয় না কিন্তু মহেশকে সে অভুক্ত রাখতে পারে না। মানবেতর প্রাণীর প্রতি এমন ভালোবাসা ‘অতিথির সূতি’ গল্পেও দেখা যায়। লেখক দেওয়ারে বায়ু পরিবর্তন করতে গিয়ে একটি রাস্তার কুকুরকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাকে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে বলেন। গল্পের এ দিকটির সঙ্গেই উদ্দীপকের মিল রয়েছে।

ঘ • “উদ্দীপকের গফুরের মানসিকতা ‘অতিথির সূতি’ গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ” — মন্তব্যটি যথার্থ।

• মানুষ স্বভাবতই মেহপ্রবণ। সে তার কাছের মানুষজনকে যেমন ভালোবাসে, মেহ করে, তেমনই পশু-পাখির প্রতি তার ভালোবাসা বা মমতা জন্মানো স্বাভাবিক। এ ধরনের প্রবণতায় মানুষ নানা রকম পশু-পাখি পোষে, তাদের ভালোবাসে নিকটজনের মতোই।

• উদ্দীপকের গফুর তার ঘাঁড়টিকে খুব ভালোবাসে। সে দরিদ্র বলে ঘাঁড়টিকে চাহিদামতো খড়-বিচুলি দিতে পারে না বলে তার দুঃখের অন্ত নেই। নিজে দুবেলা না খেয়ে থাকলে তার যে কষ্ট তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় তার মহেশ না খেয়ে থাকলে। মহেশ বুড়ো হয়ে গেলেও তার প্রতি অবহেলার কথা ভাবতে পারে না। এমনই মানবিকতা ও মানবেতর প্রাণীর প্রতি মমত্বের সম্পর্কের প্রকাশ ঘটেছে ‘অতিথির সূতি’ গল্পে। গল্পের লেখকও একই চেতনার অধিকারী।

• ‘অতিথির সূতি’ গল্পটির বিষয় হলো মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মমত্বের সম্পর্ক। লেখক এখানে দেখিয়েছেন মানুষে মানুষে যেমন মেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনই অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। উদ্দীপকের গফুর এবং আলোচ্য গল্পের লেখকের মানসিকতা এখানে এক ও অভিন্ন। সুতরাং বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৩ সিলেট বোর্ড ২০১৮

পানগাঁও প্রামের কৃষক বিপ্লব দাস কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ চাষ করতেন। তিনি পুকুরে বুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের চাষ করতেন। মাছগুলোকে তিনি প্রতিদিন দুই বেলা নিজ হাতে খাবার দিতেন, মাছগুলোও তার হাত থেকে খাবার খেত। ওগুলোর মধ্যে দুটো কাতলা মাছ ছিল বিপ্লব দাসের অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের। তিনি যখন মান করতেন তখন কাতলা দুটো তার কাছে চলে আসত এবং খেলত। কোনো কোনো দিন তিনি যদি বাড়িতে না থাকতেন এবং খাবার দিতে দেরি হলে, মাছগুলো ঘাটে এসে লাফালাফি করত।

ক. বেরিবেরির আসামি কারা? ১

খ. ‘অতিথির সূতি’ গল্পে লেখকের কেন মনে হতে লাগল, হয়তো ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই! ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর সম্পর্কের সাথে ‘অতিথির সূতি’ গল্পের লেখক ও অতিথির সম্পর্কের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো বর্ণনা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘অতিথির সূতি’ গল্পের মূল বক্তব্য এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।”— উভরের পক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক • পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সি একদল মেয়ে বেরিবেরির আসামি।

ক. ০ কুকুরটিকে স্টেশনে ফেলে বাড়ি ফিরতে হলো বলে 'অতিথির সৃতি' গল্লে লেখকের মনে হতে লাগল, কুকুরটির মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই।

০ লেখক অসুস্থ হয়ে দেওঘরে আসেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে একটি কুকুরের মমত্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। সেই বাড়ির চাকর-মালিনী কুকুরটিকে খেতে দেয় না, মেরে তাড়িয়ে দেয়। তাদের কাছে কুকুরটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। কিন্তু লেখকের দেওঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় হলে তিনি এই কুকুরটির কথা ভেবে কষ্ট পান, কিন্তু তাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁর মনে হতে লাগল— হয়তো ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই।

গ. ০ উদ্দীপকের বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর সম্পর্কের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক ও অতিথির সম্পর্কের সাদৃশ্য রয়েছে মেহের, ভালোবাসার ও ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার।

০ পশু-পাখি ও জীবজন্তু মানব পরিবেশের অংশ। এরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। কিন্তু এদেরও অনুভূতি রয়েছে। এরাও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

০ 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক দেওঘরে এলে একটি পথের কুকুরের সাথে তাঁর স্থায় গড়ে ওঠে। কুকুরটিকে তিনি অতিথির মর্যাদা দেন। তাকে খেতে দেন। তাঁর খোজখবর নেন, আশ্রয় দেন। অতিথি কুকুরটিও লেখকের খোজখবর নেওয়ার চেষ্টা করে। লেখক বেড়াতে বের হলে তাঁর সঙ্গী হয়। উদ্দীপকের কৃষক বিপ্লব দাসের মধ্যে লেখকের গুণগুলো প্রকাশ পায়। বিপ্লব দাসের সাথে স্থায় গড়ে ওঠে তাঁর পুরুরের দুটি কাতলা মাছের। তিনি প্রতিদিন তাদের খাবার দেন। তাদের যত্ন নেন। বিপ্লব দাস পুরুরে রান করতে নামলে মাছ দুটিও তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দেয়। তাঁর তাঁর কাছে চলে আসে এবং বিপ্লব দাসের সাথে খেলে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর সম্পর্কের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক ও অতিথির সম্পর্কের সাদৃশ্য রয়েছে মেহের, ভালোবাসার ও ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার।

ঘ. ০ "উদ্দীপক ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের মূল বক্তব্য এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মানুষের সাথে মানুষের যেমন মেহ-মমতার সম্পর্ক রয়েছে তেমনই পশু-পাখির সাথেও মানুষের মমতার সম্পর্ক তৈরি হয়। পশু-পাখি ও মানুষের ভালোবাসা বুঝাতে পেরে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

০ উদ্দীপকে কৃষক বিপ্লব দাসের মাছ চাষের কথা বলা হয়েছে। তিনি তাঁর পুরুরে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করেন। তাঁর মধ্যে দুটি কাতলা মাছের সাথে বিপ্লব দাসের রয়েছে যুব স্থায়। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতে খাবার দেন। মাছ দুটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের। তিনি স্নান করতে নামলে মাছ দুটি কাছে এসে খেলা করে। এরাও যেন বিপ্লব দাসকে ভালোবাসে। অন্যদিকে 'অতিথির সৃতি' গল্লে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসা লেখকের সঙ্গে একটি পথের কুকুরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে বাড়িতে আশ্রয় দেন, অতিথির মর্যাদা দেন। তাকে ফেলে নিজ বাড়ি ফিরে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কুকুরটিও লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

০ উদ্দীপক ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের মূল বক্তব্য হলো মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এদের প্রতি নিটুর না হয়ে এদেরকে মেহ-মমতা দিলে প্রতিদানে এরাও মানুষকে ভালোবাসা দেয়। উদ্দীপকে এক কৃষকের তাঁর চাষ করা মাছের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে আর আলোচ্য গল্লের লেখকের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে একটি কুকুরের প্রতি। উভয় জায়গায় মেহ-মমতা প্রকাশ পেলেও উভয় গল্লের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৪ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

রনির প্রিয় পোষা বিড়াল মিনি। সকালে উঠেই সে মিনির খোজ করে, স্কুল থেকে ফিরে মিনিকে খাওয়ায়। বিকালে মিনিকে নিয়ে খেলা করে বাগানে। দিন শেষে রনি যখন পড়তে বসে, মিনি তখন তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকে।

ক. বেনে-বৌ পাখি কোন গাছে বসে হাজিরা হেকে যেত? ১

খ. বকশিশ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি— কেন? ২

গ. রনির মধ্যে 'অতিথির সৃতি' গল্লের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রনির অনুভূতি 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের সমধর্মী হলেও পুরোপুরি এক নয়— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক. ০ বেনে-বৌ পাখি ইউক্যালিপ্টাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে প্রত্যহ হাজিরা হেকে যেত।

খ. ০ বকশিশ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি— একথার মধ্য দিয়ে লেখক দেওঘর থেকে ফিরে আসার সময় সবাইকে বকশিশ দিলেও অতিথি কুকুরটিকে যে কিছুই দিতে পারেননি, সেই বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

০ 'অতিথির সৃতি' গল্লে রাস্তার একটি কুকুরের প্রতি লেখকের সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি অভুক্ত কুকুরটিকে সাথে নিয়ে আসেন এবং খাওয়ান। পরবর্তীতে কুকুরটির সাথে তাঁর স্থায় গড়ে ওঠে। তিনি বাড়ির চাকরদেরকে বলে দেন ওই কুকুরটিকে খেতে দিতে। দেওঘর থেকে ফিরে আসার সময় কুকুরটি প্রতি মায়ায় তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। কুকুরটি আগে থেকেই স্টেশনে এসে দাঢ়িয়ে থাকে। বাড়ির চাকরদের এবং তাঁর সাথে স্টেশন পর্যন্ত আসা লোকদের তিনি বকশিশ দিয়ে বিদায় দেন। গাড়িতে চড়ে দেখেন যে, তাঁর অতিথি কুকুরটি গেটের কাছে দাঢ়িয়ে আছে। তখন লেখক নিজের মনে উপলব্ধি করেন যে, সবাইকে বকশিশ দিলেও তাঁর অতিথিকে কিছুই দেওয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ. ০ রনির মধ্যে 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের পশুপ্রাণীতির দিকটি ফুটে উঠেছে।

০ মানুষ মেহপ্রবণ বলে চারপাশের বিভিন্ন জীব-জন্তু, পশু-পাখির প্রতি তাঁর মেহ-মমতা জন্মে। এ অনুভূতি থেকে অনেকেই বাড়িতে নানা রকম জীব-জন্তু, পাখি পোষে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে এসব পোষা প্রাণীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

০ উদ্দীপকে একটি পোষা বিড়ালের সঙ্গে রনির সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। রনি স্কুল থেকে ফিরেই তাঁর পোষা বিড়াল মিনির খোজ নেয়, তাকে খাবার খাওয়ায়, তাকে নিয়ে বাগানে খেলা করে। মিনি ও রনির পড়ার সময় তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকে। উদ্দীপকের রনির এই পশুপ্রাণীতি এবং 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের পশুপ্রাণীতি সাদৃশ্যপূর্ণ। লেখকও তাঁর অতিথি কুকুরটির খোজখবর নেন, তাকে খাবার দিতে বলেন। বাইরে হাঁটার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কুকুরটি তাঁর পোষা নয়, কিন্তু অন্ন দিনের পরিচয় হলেও তিনি প্রাণীটির প্রতি গভীর অনুরাগী। কুকুরটিও শেষ পর্যন্ত স্টেশনে লেখককে পৌছে দিয়ে তাঁর স্নেহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

ঘ. ০ "উদ্দীপকে বর্ণিত রনির অনুভূতি 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের সমধর্মী হলেও পুরোপুরি এক নয়"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ পশু-পাখি, জীব-জন্তু মানব পরিবেশের অংশ। এরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না সত্য, কিন্তু একেবারে অনুভূতিশূন্য নয়। মানুষের মেহ-মমতা এরা প্রাণী হয়েও বুঝাতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশও মানুষকে বোঝাতে পারে।



- উদ্দীপকের রনির পোষা বিড়াল মিনি। সে মিনিকে খাওয়ায় এবং তাকে নিয়ে সে বাগানে বেড়াতে যায়। বিড়ালটিও রনির মেহ-মমতা, আদর-যজ্ঞ বুঝতে পেরে বাধ্য হয়ে তার পায়ের কাছে বসে থাকে। এক্ষেত্রে রনির অনুভূতি 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের অনুভূতির সমধর্মী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দু'জনের অনুভূতি পুরোপুরি এক নয়। কারণ লেখকের অতিথি কুকুরটি রনির বিড়ালের মতো পোষা নয়। পথে হাঁটতে গিয়ে তার সঙ্গে লেখকের পরিচয়। সেখান থেকে তাকে ঘরে নিয়ে আসেন। লেখক বাড়ির কাজের লোকদেরকে ওই কুকুরটির প্রতি যজ্ঞ নিতে বলেছেন, খাবার দিতে বলেছেন। তারা কুকুরটিকে যজ্ঞ করেনি, খাবারও দেয়নি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শেষে পর্যন্ত লেখক কুকুরটিকে ছেড়ে দেওয়ার থেকে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা উদ্দীপকের রনির বিড়ালের সঙ্গে ঘটেনি।
- 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক ঘরে ফেরার সময় কুকুরটির সন্ধান করেছেন। কুকুরটিও লেখক অসুস্থ হলে লেখকের সন্ধান করেছে, তাকে শেষ বিদায় জানাতে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। এখানে লেখক এবং ওই প্রাণীটির মধ্যে যে গভীর বন্ধনের অনুভূতি কাজ করেছে তা উদ্দীপকের রনির অনুভূতির চেয়ে বহুগুণ বেশি। এন্দিক থেকে প্রশ়ংসন্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৫ রাজশাহী বোর্ড ২০১৬

রহিম তার নানির সাথে এক আঞ্চীয়ের বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে অনেকগুলো কবুতর দেখতে পায়। একটি কবুতর তার খুব পছন্দ হয়। তাই সে বায়না ধরে কবুতরটি আঞ্চীয়ের কাছ থেকে উপহার হিসেবে নিয়ে আসে। রহিম কবুতরটির নাম দেয় রাজা। সারাঙ্কণ রহিম রাজার সাথে কথা বলে, আদর করে, তার খাবারের একটি অংশ রাজাকে খেতে দেয়। তার মা কবুতর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। একদিন দেখা গেল রাজাকে খাটাশে থেঁয়ে ফেলেছে। রাজার মৃত্যু রহিমকে খুব ব্যথিত করে।

- ক. 'ডজন' অর্থ কী? ১
 খ. মালির বৌ কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের রাজার সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের অতিথির কী মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকটি 'অতিথির সৃতি' গল্লের খণ্ডচিত্র মাত্র" – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক.** ০ 'ডজন' অর্থ দৈশ্বর বা দেবদেবীর স্তুতি বা মহিমাকীর্তন।
খ. ০ মালির বউ কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না, কারণ কুকুরটা তার খাবারে ভাগ বসাত।
 • লেখক প্রতিদিন বেড়াতে বের হতেন। একদিন একটি কুকুর তার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত আসে। লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়ির চাকরকে খেতে দিতে বলেন। লেখক মনে করেছিলেন প্রতিদিন তো অনেক খাবার নষ্ট হয়। সেই খাবারগুলো অতিথিকে দিতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল মালিনীর। কারণ এই খাবারের অংশীদার ছিল সে। তাই তার ভাগের খাবারে কুকুরটার ভাগ বসানোর কারণে সে কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না।

- গ.** ০ উদ্দীপকের রাজার সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের অতিথির মিল হলো তারা উভয়েই মানুষের কাছ থেকে অনেক মেহ-ভালোবাসা পায়।
 • পশু-পাখি, জীব-জন্তু আমাদের প্রকৃতি-পরিবেশেরই অংশ। এরা মানুষের মতো মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারলেও মানুষের মেহ-মমতা বুঝতে পারে। আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ এই মানবেতর প্রাণীর সাথে সব্য গড়ে তোলে।
 • উদ্দীপকের রহিম তার নানির সাথে বেড়াতে গিয়ে আঞ্চীয়ের বাড়ি থেকে রাজা নামের একটি কবুতর নিয়ে আসে। সে-ই কবুতরটির নাম দেয়, তাকে খেতে দেয়, তার সাথে কথা বলে, তাকে আদর করে।

অন্যদিকে 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক একটি কুকুরকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাকে খেতে দেন, তার সাথে কথা বলেন। উদ্দীপকের রহিম এবং গল্লের লেখক উভয়ই রাজা ও কুকুরটির প্রতি মমতা ও মেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তাই উদ্দীপকের রাজার সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের অতিথির মিল হলো তারা উভয়েই মানুষের কাছ থেকে অনেক মেহ-ভালোবাসা পায়।

- ঘ.** ০ "উদ্দীপকটি 'অতিথির সৃতি' গল্লের খণ্ডচিত্র মাত্র" – উক্তিটি সত্য।
 • মানুষ অনেক সময় পোষা প্রাণী বা অন্যান্য সাধারণ জীবজন্তুর প্রতি মেহ-মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার বাস্তবতার কারণে সেই মেহ-মায়া ত্যাগও করতে হয়।

• উদ্দীপকের রহিম আঞ্চীয়ের বাড়ি থেকে যে কবুতর আনে তার নাম রাখে 'রাজা'। রহিম তাকে খাবারের ভাগ দেয়, তার সাথে কথা বলে, আদর করে। কিন্তু একদিন রাজাকে খাটাশে থেঁয়ে ফেলে। এতে রহিম খুব ব্যথিত হয়। অন্যদিকে মানবেতর প্রাণীর প্রতি এ মমতাবোধ আমরা 'অতিথির সৃতি' গল্লেও দেখতে পাই। লেখক একটি কুকুরকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাকে খেতে দেন, তার সাথে কথা বলেন। একদিন না চাইলেও অতিথিকে ছেড়ে তাকে নিজ বাড়িতে চলে যেতে হয়। এ বিষয়টি ছাড়াও গল্লটিতে আরও প্রকাশ পেয়েছে দেওয়ারের প্রকৃতি, পরিবেশ, বাড়ি, বাড়ির আশেপাশের মানুষজনের কথা, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কথা। একটি দরিদ্র মেয়ের দুঃখ-দুর্দশার কথা। অতিথিকে মালি বউয়ের অপছন্দের কারণ এবং কট পেলেও লেখকের বাস্তবসম্মত মনোভাবের কথা। উদ্দীপকে যা অনুপস্থিত।

• 'অতিথির সৃতি' গল্লে অনেক বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকে 'অতিথির সৃতি' গল্লের একটি বিষয় মাত্র প্রকাশ পেয়েছে, আর তা হলো জীবের প্রতি মেহ-মমতা ও প্রেম। আলোচ্য গল্লের অন্যান্য বিষয়ের প্রকাশ না থাকায় আমরা বলতে পারি যে, প্রশ়ংসন্ত উক্তিটি সত্য।

প্রশ্ন ০৬ বিষয় : প্রাণীর প্রতি মমতা ও পোষ মানানোর চেষ্টা।

একদা খোকন দূর দেশে গিয়া এনেছিল এক পাখি,

সারাদিন তারে করিত যতন স্যতনে বুকে রাখি।

ছোট কালো পাখি কুচকুচে দেহ— রেশম পালক তার,

দৃঢ় চোখে তার বনের স্পন জাগে দূর পারাবার।

এত ভালোবাসা, এত যে সোহাগ, পোষ তবু মানে নাই,

ঝাচার প্রাচীরে পাখা ঝাপটিয়া পথ ঝুঁজিয়াছে তাই।

[তথ্যসূত্র : পাখি— বাদে আগী মিয়া]

- ক. লেখকের সঙ্গে কুকুরটির প্রথম দেখা হয়েছিল কোথায়? ১
 খ. লেখক কুকুরটিকে ভেতরে আসতে বলেছিলেন কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের পাখি ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের কুকুরের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
 ঘ. বিষয়গত দিক থেকে উদ্দীপকের খোকন ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক.** ০ লেখকের সঙ্গে কুকুরটির প্রথম দেখা হয়েছিল পথের মধ্যে।
খ. ০ প্রাণীর প্রতি মমতাবোধের কারণে লেখক কুকুরটিকে ভেতরে আসতে বলেছিলেন।

• লেখকের সঙ্গে পথিমধ্যে কুকুরটির প্রথম দেখা হয়। এরপর তাদের মধ্যে বেশ স্বচ্ছ গড়ে ওঠে। এক সময় কুকুরটি লেখকের পিছু পিছু তার বাড়ি পর্যন্ত আসে। আর লেখক পশুর প্রতি মমতাবোধ থেকেই অতিথি হিসেবে কুকুরটিকে ভেতরে আসতে বলেছিলেন।

গ. ০ পোষ মানার ব্যাপারটিতে উদ্দীপকের পাখি ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের কুকুরটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

• পশু-পাখি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাদের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুত্বের। অনেক পশু-পাখি সহজেই মানুষের পোষ মানে। কিন্তু অনেক সময় এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ করা যায়।

• উদ্দীপকের পাখিটি মূলত বনচারী। খোকন তাকে আদর-মেহ দিয়ে পোষ মানাতে চাইলেও সে পোষ মানে না; বরং নীল আকাশের বুকে স্বাধীনভাবে উড়তে চায়। অন্যদিকে 'অতিথির সৃতি' গল্লে কুকুরটির সঙ্গে প্রথম দেখাতেই লেখকের স্থ্য গড়ে ওঠে। স্বেহস্তি পেয়ে কুকুরটি লেখকের পিছু পিছু চলে আসে। সেই দিনের পর থেকে প্রতিদিনই লেখকের দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এ বিষয়টিতেই উদ্দীপকের পাখি ও গল্লের কুকুরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

য. • বিষয়গত দিক থেকে উদ্দীপকের খোকন ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• নানা রকম অনুকূলতা পেলে বহু প্রাণী মানুষের পোষ মানে। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা বিপরীত চিত্রও লক্ষ করা যায়। কারণ মুক্ত-স্বাধীনচেতা প্রাণীরা মানুষের বশ্যতা মেনে নেয় না। তারা স্বত্বাবসূলত আচরণ করে।

• উদ্দীপকের খোকনের মধ্যে প্রাণীর প্রতি মমতা বিদ্যমান। তাই সে দূর দেশ থেকে বনচারী পাখিকে খাচায় ভরে এনে স্বেহ-যত্ন করে; কিন্তু পোষ মানাতে পারে না। অন্যদিকে 'অতিথির সৃতি' গল্লে লেখকের সঙ্গে কুকুরটির সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার জবরদস্তি লক্ষ করা যায় না। বরং দুজনের ইচ্ছাতেই তাদের মধ্যে স্বেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

• উদ্দীপকের খোকনের মধ্যে প্রাণীগ্রীতি বিদ্যমান, যা বিষয়গত দিক থেকে গল্লের লেখকের অনুরূপ। কিন্তু চেতনাগত দিক থেকে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কারণ খোকন বনের পাখিকে খাচায় ভরে আদর-স্বেহ করত, যা লেখকের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির কারণে ভিন্ন। এই বিবেচনায় বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ০৭: বিষয় : অবোধ প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা।

আসলে পাখিদের শানু খুব ভালোবাসে। বড় ভাই আনু একটা শালিকছানা এনে পুরে রেখেছিলো খাচায়। শানু রোজ ঘাসফড়িং ধরে ধরে এনে খাওয়াতে ছানাটাকে। কিন্তু হলে কী হবে, মা শালিকটা একেকদিন এসে খাচার চারদিকে এমন ক্যাচর ম্যাচর জুড়ে দিতো যে বলার কথা নয়। মাকে দেখে বাচ্চাটাও চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচাতো আর খাচ থেকে বেরুবার জন্য ডানা ঝাপটাতো। তারপর হঠাতে কী যে হলো। একদিন সকালে দেখা গেলো সেই ছানাটা ঠ্যাং দুখানি ওপরে তুলে চিংপাত হয়ে মরে আছে। দেখে শানুর চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এসেছিলো। মন খারাপ করে সে চুপচাপ বসে থাকতো। তাই দেখে হিমি বুরু তার একটা হাঁসের বাচ্চা দিয়ে দেয়। বলে, শানু আজ থেকে এটা তোর।

[তথ্যসূত্র : শানুর রাজহাঁস— শঙ্কুত আলী]

ক. একজোড়া বেনে-বৌ পাখি কোন গাছের ডালে বসত? ১
খ. অল্পবয়সি একদল মেয়েকে বেরিবেরির আসামি বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অতিথির সৃতি' গল্লের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'অতিথির সৃতি' গল্লের মূলভাব এক নয়।" মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনক্ষেত্র ১

- ক. • একজোড়া বেনে-বৌ পাখি ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে বসত।
খ. • অল্পবয়সি একদল মেয়েকে 'বেরিবেরির আসামি' বলা হয়েছে; কারণ তারা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত।
গ. 'অতিথির সৃতি' গল্লে লেখক চিকিৎসকের পরামর্শ দেওঘরে গিয়ে ধাকার অভিজ্ঞতার সৃতিচারণ করেছেন। অনাসব বিষয়ের সঙ্গে তিনি সেখানকার মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কেও কথা বলেছেন। সেখানকার

মধ্যবিত্ত ঘরের অসুস্থদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। মেয়েরা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত। তাই তারা ফোলা পা মোজায় ঢেকে রাখত। মোজা পরার দিন না হলেও তারা তা পরে ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকত। এ বিষয়টি বোঝাতেই লেখক তাদেরকে 'বেরিবেরির আসামি' বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকের সঙ্গে 'অতিথির সৃতি' গল্লের অবোধ প্রাণীর প্রতি লেখকের মমতার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

• মানুষ সবচেয়ে বেশি অনুভূতিশীল প্রাণী। স্বেহপ্রবণ বলে মানুষ চারপাশের বিভিন্ন জীবজন্তু, পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করে। অনেকে বাড়িতে নানা রকম জীবজন্তু পোষে। মানুষের জীবনে এসব পোষা প্রাণীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

• উদ্দীপকে পোষা পাখির প্রতি শানু নামের একটি মেয়ের স্বেহ-মমতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। শানুর বড় ভাই আনু একটি শালিকছানা ধরে এনে খাচায় পুরে রাখলে শানু তার যত্ন নিয়েছে। সে ঘাসফড়িং ধরে ধরে শালিকছানাকে খাওয়াত। মা শালিকটা একেক দিন এসে সেই খাচার চারদিকে ক্যাচম্যাচর করত। মাকে দেখে বাচ্চাটাও চ্যাঁ চ্যাঁ করে চোচাত আর বের হওয়ার জন্য ডানা ঝাপটাত। একদিন সকালে সেই শালিকছানাটিকে খাচায় মরে পড়ে থাকতে দেখে শানু খুব কষ্ট পেল। চোখ ফেটে তার কান্না এলো। শানুর এ অনুভূতি 'অতিথির সৃতি' গল্লে অবোধ প্রাণী কুকুরটির প্রতি লেখকের মমতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পথের কুকুরটিকে তিনি অতিথি করে ঘরে ঢেকে এনে বাড়ির কাজের লোকদেরকে তার প্রতি যত্ন নিতে বলেছেন। কুকুরটির প্রতি মায়া জন্মে যাওয়ায় তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য গল্লের অবোধ প্রাণীর প্রতি লেখকের মমতার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

য. • "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'অতিথির সৃতি' গল্লের মূলভাব এক নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• পশু-পাখি অবোধ হলেও মানুষের স্বেহ-মমতা, ভালোবাসা তারা বুঝতে পারে। মানুষ যদি তাদের স্বেহভরে খেতে দেয়, যত্ন নেয়, তাহলে তারাও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মানুষের স্বেহ-মমতার বদলে তারা মানুষকে আনন্দ দেয়।

• উদ্দীপকে একটি শালিকছানার প্রতি শানুর স্বেহ-মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সে রোজ ঘাসফড়িং ধরে ধরে বাচ্চাটাকে খাওয়াত, যত্ন নিত। তাই শালিকছানাটির মৃত্যুতে সে কষ্ট পেয়েছে এবং মন খারাপ করে থেকেছে। এ বিষয়টি 'অতিথির সৃতি' গল্লের কুকুরটির প্রতি লেখকের মমতা এবং তাকে ছেড়ে আসার অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ দিকটি ছাড়াও এ গল্লে আরও কিছু বিষয় আছে, যেগুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

• 'অতিথির সৃতি' গল্লে চিকিৎসকের পরামর্শ লেখকের বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যাওয়া, সেখানকার প্রাচীর ঘেরা বাড়ির পরিবেশ, বিভিন্ন পাখির আনাগোনা, নিম্নবিত্ত মানুষের দুরবস্থা, জীবনযাপন, লেখকের অতিথি কুকুরটির প্রতি চাকর ও মালি-বউয়ের আচরণ প্রভৃতি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এসব বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮: প্রাণী ও মানুষের ভালোবাসা।

লাল গুরুটার সরল মন। সে এতসব কিছু জানে না। ভাবতেও পারে নি। সারা জন্ম তার এই বাড়িতেই কেটে গেল। এ সব বেচাকেনার খবর সে রাখে না। যে মানুষগুলোকে সে এত ভালোবাসে, তারা যে তার সঙ্গে এমন করতে পারে, সে তা কেমন করে বুঝে? ভাবল, একটা বুড়ো লোক মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। অবশ্য তার সঙ্গে ওর জানাশোনা নেই। নাই-বা থাকল। ওর ঘাস খাওয়া নিয়ে কথা। সে কোনো আপত্তি না করে দিব্য তার পেছন পেছন চলে গেল। আর ঠিক সেই সময়টায় নির্ধিরামের বউ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এ কি চোখের সামনে দেখা যায়।

[তথ্যসূত্র : দাল গুরুটা— সত্যেন সেন]

ক. পাখি চালান দেওয়া কাদের ব্যাবসা?	১
খ. অতিথি ছুটে পালাল কেন? ব্যাখ্যা কর।	২
গ. উদ্দীপকটিতে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে বিশেষ দিকটি উঠে এসেছে তা ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে।" মন্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।	৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

▶ শিখনফল ১

ক: ০ পাখি চালান দেওয়া ব্যাধদের ব্যাবসা।**খ:** ০ চাকরদের দোর খোলার শব্দে অতিথি ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

০ অতিথিকে বাইরে দাঢ়িয়ে থাকতে দেখে লেখক তাকে ভেতরে ডাকেন। কিন্তু সে ভেতরে না এসে লেজ নাড়তে লাগল। অতিথির খাওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তার চেখ জলে ভিজে যায়। অতিথি যেন গোপনে লেখকের কাছে কিছু একটা বলতে চায়। অতিথিকে আজ খেতে দিয়েছে কিনা তা জানার জন্যই লেখক চাকরদের ডাক দিলে ওদের দোর খোলার শব্দে ভয় পেয়ে অতিথি ছুটে পালাল।

গ: ০ উদ্দীপকটিতে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার দিকটি উঠে এসেছে।

০ পশু-পাখিরা মানুষের সহানৃতি প্রত্যাশা করে। মানুষের একটু স্বেচ্ছে তারা অনেক খুশি হয়। তাই মানুষের প্রতিটি জীবের প্রতি সহানৃতিশীল হওয়া উচিত।

০ উদ্দীপকে সরল মনের লাল গুরুটা বাড়ির মানুষদের অনেক ভালোবাসেছে। আর্থিক অন্টনে পড়ে তারা লাল গুরুটাকে বিক্রি করে দেয়। লাল গুরুটার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা থাকায় নিধিরামের বউ ছেলেমেদের নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যায়। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের কাছ থেকে একটু স্বেচ্ছের দৃষ্টি পেয়ে কুকুরটিও ভালোবাসার টানে নির্ভয়ে লেখকের সাথে চলে আসে। লেখকের বিদায়ের সময় কুকুরটি পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে। লেখকেরও কুকুরটিকে ছেড়ে আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে। এভাবেই 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার বিষয়টি উদ্দীপকটিতে উঠে এসেছে।

ঘ: ০ "উদ্দীপকের ভাবার্থে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে।" – মন্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

০ পশু-পাখির প্রতি মানুষের ভালোবাসা তার মানবীয় গুণাবলির প্রতিফলন। মানুষের এই ভালোবাসা পশু-পাখির বুকাতে পারে। একে অপরের প্রতি ভালোবাসায় পরম্পরের সম্পর্ক আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

০ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মানবের একটি কুকুরের সাথে কয়েক দিনের মধ্যেই লেখকের মমত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও কিছু প্রতিকূলতার কারণে এই সম্পর্ক স্থায়ী রূপ পেতে বাধা পায়। প্রাণী ও মানুষের সম্পর্কের এই দিকটিই গল্পের প্রধান দিক। উদ্দীপকেও প্রাণী ও মানুষের ভালোবাসার দিকটি প্রক্রিয়া হয়েছে। সরল মনের লাল গুরুটার সারাজীবন নিধিরামের বাড়িতেই কেটে যায়। বাড়ির মানুষগুলো গুরুটাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তা সে বুকাতে পারে।

০ উদ্দীপকের ভাবার্থে প্রাণী ও মানুষের ভালোবাসার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, যা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল সুরের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। কারণ গল্পে মানুষ ও প্রাণীর বিচ্ছিন্ন বৃপ্তি তুলে ধরা হয়েছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ়্নাঙ্ক মন্তব্যটিকে আমি সমর্থন করি।

প্রশ্ন ১৯ ঢাকা বোর্ড ২০১৭

কিরণ বাবু সরকারি চাকরি করেন। কাজের লোক শ্যামলকে নিয়ে তিনি ধাকেন বরিশালে। তার বাসায় একটি বিড়াল আছে। কিরণ বাবু বিড়ালটিকে বেশ আদর করেন। শ্যামলকেও বলে দিয়েছেন বিড়ালটিকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য। শ্যামল বিড়ালটিকে নিয়মিত খাবার দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়। অফিস থেকে ফিরে এলে বিড়ালটি মিউমিউ করে কিরণ বাবুকে অভ্যর্থনা জানায়।

ক. লেখকের ট্রেন কখন ছিল?	১
খ. 'বেরিবেরির আসামি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?	২
গ. কিরণ বাবুর সাথে লেখকের যে বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে তার বর্ণনা দাও।	৩
ঘ. "উদ্দীপকের শ্যামল 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালিনীর বিপরীত চরিত্রের প্রতিনিধি।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।	৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

▶ শিখনফল ২

ক: ০ লেখকের ট্রেন ছিল দুপুরে।**খ:** ০ 'বেরিবেরির আসামি' বলতে লেখক বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত একদল মেয়েকে বুঝিয়েছেন।

০ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক চিকিৎসকের পরামর্শে দেওয়ারে গিয়ে থাকার অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন। অন্যসব বিষয়ের সঙ্গে তিনি সেখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কেও বলেছেন। মধ্যবিত্ত ঘরের অসুস্থদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। সেখানকার মেয়েরা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত। তাই তারা তাদের ফোলা পা মোজায় ঢেকে রাখত। মোজা পরার দিন না হলেও তারা তা পরে ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকত। এ বিষয়টি বোঝাতেই লেখক তাদেরকে 'বেরিবেরির আসামি' বলেছেন।

গ: ০ উদ্দীপকের কিরণ বাবুর সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অবোধ প্রাণীর প্রতি অনুরাগের বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে।

০ মানুষ তার মানবীয় গুণ দ্বারা পশু-পাখিকে ভালোবাসে। পশু-পাখি ও মানুষের সেই ভালোবাস বুকাতে পারে। তারাও নানাভাবে অনুভূতি প্রকাশ করে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

০ উদ্দীপকে একটি পোষা বিড়ালের প্রতি মনিবের আচরণ এবং মনিবের প্রতি ওই বিড়ালের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মনিব কিরণ বাবু তার কাজের লোককে পোষা বিড়ালের যত্ন নিতে বলেছেন। কাজের লোকটি তার কথামতোই বিড়ালটির যত্ন নেয়। অফিস থেকে ফিরলে কিরণ বাবুকে বিড়ালটি মিউ মিউ করে অভ্যর্থনা জানায়। এই বিষয়টি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের অতিথি কুকুরটির আচরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কুকুরটি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। লেখকও কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দেন। তাকে খাবার দিতে বলেন। তার জন্য অন্তরে টান অনুভব করেন। উভয়ের চরিত্রেই লেখকের অতিথি পশু-প্রীতি এবং পরোপকারী মানবিক আচরণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ: ০ "উদ্দীপকের শ্যামল 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালিনীর বিপরীত চরিত্রের প্রতিনিধি।" – মন্তব্যটি যথার্থ।

০ প্রাণিজগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে মানুষের বিচার-বৃন্দি, বিবেচনাবোধ ও সৃজন ক্ষমতা। মানুষ সমাজবন্ধ হয়ে বসবাস করে। একে অন্যকে সাহায্য করে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের আচরণ সহনশীল এবং উন্নত।

০ উদ্দীপকে একটি পোষা বিড়ালের প্রতি মনিবের দায়িত্ববোধ, বিড়ালটিকে দেখাশোনা করার জন্য কাজের লোক শ্যামলের আচরণ এবং ওই বিড়ালটির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অতিথি কুকুরের প্রতি যত্ন নেওয়ার বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু গল্পে কুকুরকে না দিয়ে সব খাবার মালিনীর নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ উদ্দীপকে মনিবের কথামতো কাজের লোক শ্যামল বিড়ালের যত্ন নিয়েছে, তাকে খাবার দিয়েছে। কিন্তু গল্পে মালিনী কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছে, খাবার না দিয়ে বিদায় করেছে। চাকরদের দরদও মালিনীর প্রতি ছিল।

০ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের নির্দেশ সত্ত্বেও চাকররা কুকুরকে খাবার দেয়নি, যত্ন নেয়নি। তাদের টান মালিনীর প্রতি ছিল। মালিনীও নিজের ভাগ বাঁচাতে কুকুরটিকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। আর উদ্দীপকের কিরণ বাবুর কথামতোই শ্যামল বিড়ালের যত্ন নিয়েছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ সিলেট বোর্ড ২০১৭

ছেট ছেলে ইমনকে নিয়ে ইমদাদ সাহেব সিলেট ভ্রমণে যান। সিলেটের চা বাগান, পাহাড় ও পাখি দেখে উভয়েই বেশ আনন্দিত। কিন্তু হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে পাখি বিক্রির দৃশ্য। ছেলে জিজেস করে এটা কী ধরনের কাজ? ইমদাদ সাহেব বলেন, যারা পাখি চালান দেয় তাদের ব্যাধি বলে। তিনি আরও বলেন, এই মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের নিষ্ঠুরতা পরিহার করে সহানুভূতিশীল হতে হবে।

- ক. কোন পাখি একটু দেরি করে আসত? ১
- খ. মালি-বৌ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিত কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ইমদাদ সাহেব 'অতিথির সৃতি' গল্পের কোন চরিত্রের পরিচয় বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ভাববস্তুটিকে 'অতিথির সৃতি' গল্পের মূল প্রতিচ্ছবি বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক.** • একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত।
- খ.** • লেখকের অতিথি কুকুরটি বেঁচে যাওয়া খাবারে ভাগ বসাত বলে মালি-বৌ কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিত।
- লেখক মনে করেছিলেন যে স্বাস্থ্যনিবাসে প্রতিদিন অনেক খাবার ফেলনা যায়। তাই তিনি অতিথির পূর্ণ কুকুরটিকে নিয়মিত খাবার দিতে বলেছিলেন। স্বাস্থ্যনিবাসের মালি-বৌ ছিল যাওয়া সমন্বে নির্বিকারচিত। বেঁচে যাওয়া খাবার সে একাই সাবাড় করত। তাই অতিথির পূর্ণ কুকুরটি তার খাবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাগিদার হওয়ায় সে তাকে তাড়িয়ে দিত।
- গ.** • উদ্দীপকের ইমদাদ সাহেব 'অতিথির সৃতি' গল্পের লেখক চরিত্রের পরিচয় বহন করে।
- আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষের পাশাপাশি বাস করে নানা ধরনের বিচ্ছিন্ন জীব-জন্তু এবং পশু-পাখি। কিছু মানুষ তাদের স্বার্থে এসব পশু-পাখির সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে। আমাদের উচিত মানবেতর প্রাণীর সাথেও সহানুভূতিশীল হওয়া।
- 'অতিথির সৃতি' গল্পে একটি মানবেতর প্রাণীর সাথে লেখকের মমতার সম্পর্কের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। লেখক দেওঘরের কুকুরটির প্রতি ছিলেন যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তিনি প্রতিনিয়ত কুকুরটির খোজখবর নিতেন। এছাড়াও লেখকের স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানের গাছে এসে বসা পাখিগুলোর প্রতিও তার সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কারণে পাখিগুলো না এলে লেখক চিন্তিত হতেন এটা মনে করে যে, এদেশের ব্যাধিরা পাখি চালান করে দিয়েছে কি না? উদ্দীপকের ইমদাদ সাহেবের মাঝেও লেখকের মতোই পশু-পাখির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পাখি চালান দেওয়ার দৃশ্য ব্যাখ্যিত হন এবং মানবেতর প্রাণীদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ইমদাদ সাহেব 'অতিথির সৃতি' গল্পের লেখকের পরিচয় বহন করে।

- ঘ.** • হ্যাঁ, উদ্দীপকের ভাববস্তুটিকে 'অতিথির সৃতি' গল্পের মূল প্রতিচ্ছবি বলা যায়।
- বিভিন্ন কারণে মানুষ ও তার চারপাশের পশু-পাখির মাঝে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে মানুষের মানবেতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশিত হয়। আবার কিছু মানুষ তাদের স্বার্থে আমাদের চারপাশের পশু-পাখির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে।
- 'অতিথির সৃতি' গল্পে লেখক বাস্তু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে গেলে একটি কুকুরের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কয়েকদিনের পরিচয়ে মানবেতর এই প্রাণীর সঙ্গে লেখকের মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। মানুষে মানুষে যেমন মেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে মানবেতর প্রাণীর সাথেও তা সম্ভব। পশু-পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করে সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান গল্পের মূলভাবে প্রকাশ পায়। উদ্দীপকের

ভাববস্তুতেও মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের নিষ্ঠুরতা পরিহার করে সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে। ইমদাদ সাহেব পাখি বিক্রির দৃশ্যে ব্যাখ্যিত হয়েছেন এবং ছেলের প্রশ্নের উত্তরে পাখি চালানকারী ব্যাধদের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের নিষ্ঠুর আচরণ পরিহার করে সহানুভূতিশীল হতে হবে।

- মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এক মমতার বন্ধন সৃষ্টির আহ্বান 'অতিথির সৃতি' গল্পের মূলভাবে রয়েছে। উদ্দীপকের ভাববস্তুতেও মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান রয়েছে। তাই উদ্দীপকের ভাববস্তুটিকে 'অতিথির সৃতি' গল্পের প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

প্রশ্ন ১১ রাজশাহী বোর্ড ২০১৮

পিয়াসের একটা পোষা বিড়াল ছিল। সে তাকে খুবই যত্ন করত। সময় পেলে নিজ হাতে দুধ, মাছ খেতে দিত। পিয়াস যখন বাইরে যেত বিড়ালটি তখন তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকত। কিন্তু বাড়ির কাজের মেয়ে আয়েশা এটা মোটেই সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের দুধটুকু নিজেই খেয়ে নিত এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করত।

- ক. দেওঘরে লোকটি একবেয়ে সুরে কী গাইত? ১
- খ. 'আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের আয়েশার আচরণে 'অতিথির সৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের পিয়াসের মানসিকতা 'অতিথির সৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ।"- মন্তব্যটির যথার্থতা নির্মপণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক.** • দেওঘরে লোকটি একবেয়ে সুরে ভজন গাইত।
- খ.** • বিনা নিম্নলিখিতে কুকুরটি ভোজ খাওয়ার আশায় নিশ্চিত হয়ে বসে আছে, যা আতিথ্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে।
- কুকুরটির সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক হওয়ার পরের দিন কুকুরটি লেখকের নিম্নলিখিত রক্ষা করে। পরের দিনও একই সময়ে কুকুরটি লেখকের গৃহে এসে হাজির হয়। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কারও বাড়িতে কোনো অতিথি অধিক সময় অবস্থান করলে তাতে আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়। তাই সাধারণ বিচারে কুকুরটি এ মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে, যা আলোচ্য বাক্যে ফুটে উঠেছে।
- গ.** • উদ্দীপকের আয়েশার আচরণে 'অতিথির সৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি হলো মালিনীর নিষ্ঠুর আচরণ।
- পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। মানুষের আদর-মেহ-ভালোবাসা তারা বোঝে। তাই প্রতিটি জীবের প্রতি মানুষের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।
- উদ্দীপকের আয়েশা পিয়াসের বাড়ির কাজের মেয়ে। পিয়াস তার পোষা বিড়ালটার খুব যত্ন করত। তাকে দুধ মাছ খেতে দিত, যা আয়েশা সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের দুধটুকু নিজেই খেয়ে নিত এবং লাঠি দিয়ে বিড়ালটিকে আঘাত করত। 'অতিথির সৃতি' গল্পের মালিনী লেখকের বাড়ির মালির বউ লেখকের বাড়ির বেঁচে যাওয়া খাবারের সে ছিল একমাত্র দাবিদার। তাই লেখক অতিথি কুকুরটিকে খাবার দিতে বললে তাতে মালিনীর প্রবল আপত্তি ছিল। নিজের খাবারের ভাগ অতিথি কুকুরটিকে দিতে হতো বলে কুকুরটিকে সে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের আয়েশার আচরণে আলোচ্য গল্পের প্রতিফলিত দিকটি হলো মালিনীর নিষ্ঠুর আচরণ।



- বি.** ০ “উদ্বীপকের পিয়াসের মানসিকতা ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ।”— মন্তব্যটি যথার্থ।
- ০ মানুষ অনুভূতিসম্পন্ন জীব। মানুষ তার মানবিকতা দিয়ে অন্যান্য প্রাণীকেও মশত্তের বন্ধনে বাঁধতে পারে। পশু-পাখির মানুষের আদর-মেহ-ভালোবাসা বুঝতে পারে। প্রাণিকুলের সবার নিবিড় মহাসম্মিলনে জীব ও প্রাণিগণ যথাযথ অবস্থায় বিরাজ করে।
- ০ উদ্বীপকের পোষা বিড়ালটি পিয়াসের খুব আদরের। সে তার খুব যত্ন করে। নিজ হাতে দুধ-মাছ খেতে দেয়। পিয়াস বাইরে গেলে বিড়ালটি তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকে। অন্যদিকে প্রাণীর প্রতি পিয়াসের যে ভালোবাসা ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের মধ্যেও তা ফুটে উঠেছে। কয়েকদিনের জন্য গল্লের লেখক দেওঘরে বেড়াতে এসে একটি কুকুরের মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়েন। তাকে বাড়িতে আশ্রয় দেন, খেতে দেন। এমনকি তাকে ফেলে বাড়ি ফিরতেও মনের মধ্যে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।
- ০ উদ্বীপকের পিয়াসের সাথে ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির দিক থেকে মিল দেখা যায়। তারা উভয়েই মানবের প্রাণীর প্রতি মানবিক। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

মজিদ মাস্টার স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দেখলেন কিছু দুর্দু ছেলে গাছে গুলতি মেরে একটি পাখির বাচ্চাকে নিচে ফেলে দিয়েছে। তিনি তাদের বোঝালেন, পাখিও তো ব্যথা পায় এবং মা পাখি এসে বাচ্চাকে দেখতে না পেলে মানুষের মতোই আহাজারি করবে। দুর্দু ছেলেগুলো তাদের ভুল বুঝতে পেরে বাচ্চাটিকে যত্ন করে গাছে রেখে দিল।

- ক. ‘শেষ প্রশ্ন’ কোন ধরনের রচনা? ১
- খ. লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন? ২
- গ. উদ্বীপকের দুর্দু ছেলেরা ‘অতিথির সূতি’ গল্লের কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্বীপকটি লেখকের কামনাকেই ধারণ করে”— মূল্যায়ন কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

ক. ০ ‘শেষ প্রশ্ন’ একটি উপন্যাস।

খ. ০ চিকিৎসকের আদেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন। ০ দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকতে থাকতে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনের এই ক্লান্তি শরীরকেও কাবু করে। তাই অনেক সময় রোগ সারানোর জন্য ডাঙ্কারনা বায়ু পরিবর্তনের কথা বলেন। দেখা যায় যে, বায়ু পরিবর্তনের ফলে সহজেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। সুস্থিতার জন্য তাই লেখক ডাঙ্কারের আদেশে দেওঘরে গিয়েছিলেন।

গ. ০ উদ্বীপকের দুর্দু ছেলেরা ‘অতিথির সূতি’ গল্লের মালি-বউয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

০ মানুষ তার অন্তরের মানবীয় গুণাবলির দ্বারা পশু-পাখিকে ভালোবাসে। পশু-পাখির মানুষের ভালোবাসা বুঝতে পারে। এমনকি মানুষের খারাপ আচরণও তারা বুঝতে পারে। পশু-পাখির সঙ্গে যেমন আচরণ করা হবে তারাও তেমন আচরণ ফেরত দেয়।

০ উদ্বীপকের দুর্দু ছেলেরা গুলতি মেরে পাখির একটি বাচ্চাকে নিচে ফেলেন। মজিদ মাস্টার স্কুল থেকে ফেরার পথে এ দৃশ্য দেখতে পান। এ দৃশ্য দেখে মজিদ মাস্টার ভীষণ কষ্ট পান। তিনি দুর্দু ছেলেদের বোঝান যে, মানুষের মতো পাখিদেরও কষ্ট হয়। মানুষের মতো তাদেরও ব্যথা লাগে। ‘অতিথির সূতি’ গল্লে মালি-বউ স্কুধার্ত কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। মালি-বউ বুঝতে পারে না মানুষের মতো কুকুরেরও স্কুধা লাগে এবং থেতে না পেলে তাদেরও ভীষণ কষ্ট হয়। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের দুর্দু ছেলেরা ‘অতিথির সূতি’ গল্লের মালি-বউয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ. ০ “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্বীপকটি লেখকের কামনাকেই ধারণ করে”— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মেহের কারণে জীব-জন্ম, পশু-পাখির প্রতি মানুষের ভালোবাসা জন্মে। এ অনুভূতির কারণেই মানুষ কুকুর, বিড়াল পালন করে। অবলা প্রাণী ভালোবাসা পেলে তারাও মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে।

০ উদ্বীপকের মজিদ মাস্টার একজন পশু-পাখি প্রেমিক মানুষ। তার অন্তরে অবলা জীবের প্রতি রয়েছে গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি। তিনি স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখেন, কিছু দুর্দু ছেলে গুলতি দিয়ে একটি পাখির বাচ্চাকে নিচে ফেলে দেয়। তিনি ভীষণ কষ্ট পান এতে এবং ছেলেদের বোঝান পাখির ব্যথা পায়। মা পাখি বাচ্চা দেখতে না পেলে কষ্ট পাবে। এর মাধ্যমে আমরা মজিদ মাস্টারের অবলা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দেখতে পাই। ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকেরও অবলা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাই। আলোচ্য গল্লে লেখক পথের ধারে একটি কুকুরের দেখা পান। লেখক কুকুরটিকে নিজের সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এমনকি তাকে আদর-যত্ন করে থেতে দেন।

০ উদ্বীপকের মজিদ মাস্টার এবং আলোচ্য গল্লের লেখক দুজনেই মানবিক মানুষ। তাদের রয়েছে পশু-পাখির প্রতি অগাধ ভালোবাসা। দুজনের চিন্তাচেতনা এই জায়গা থেকে একসূত্রে গাঁথা। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্বীপকটি লেখকের কামনাকেই ধারণ করে।

প্রশ্ন ১৩ আইডিয়াল স্কুল অ্যাড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

মিসেস নুরুমাহার একটি সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী ও ছোট পুত্রকে হারিয়ে ইদানীং খুবই বিষগ্র থাকেন। ডাঙ্কারের পরামর্শে বিষগ্রতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তার বড় ছেলে তাকে কল্পবাজারে বেড়াতে নিয়ে আসে। মিসেস নুরুমাহার হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন— জেলেদের মাছ ধরা দেখেন, সমুদ্রের বিশালতা, গাংচিল আর নানা বয়সি পর্যটকদের দেখে তার সময় কাটে।

ক. এদেশের কৌসের অভাব নেই? ১

খ. অন্নবয়সি একদল মেয়েকে বেরিবেরির আসামি বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্বীপকের মিসেস নুরুমাহারের সাথে ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের কোন দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত দিকটি ‘অতিথির সূতি’ গল্লের মূল উপজীব্য নয়— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

ক. ০ এদেশের ব্যাধের অভাব নেই।

খ. ০ অন্নবয়সি একদল মেয়েকে ‘বেরিবেরির আসামি’ বলা হয়েছে; কারণ তারা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত।

০ ‘অতিথির সূতি’ গল্লে লেখক চিকিৎসকের পরামর্শ দেওঘরে গিয়ে থাকার অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন। অন্যসব বিষয়ের সঙ্গে তিনি সেখানকার মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনধারণ সম্পর্কেও কথা বলেছেন। সেখানকার মধ্যবিত্ত ঘরের অসুস্থদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। মেয়েরা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত। তাই তারা ফোলা পা মোজায় ঢেকে রাখত। মোজা পরার দিন না হলেও তারা তা পরে ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকত। এ বিষয়টি বোঝাতেই লেখক তাদেরকে ‘বেরিবেরির আসামি’ বলেছেন।

গ. ০ উদ্বীপকের মিসেস নুরুমাহারের সাথে ‘অতিথির সূতি’ গল্লের লেখকের বায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

০ মানুষ নানা কারণে বিষগ্র বা অসুস্থ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওষুধের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন বিষয়ে অনেকেই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তারা বলেন নতুন স্থানে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও প্রকৃতির স্পর্শে মন উৎফুল্প হয়ে ওঠে।

০ উদ্দীপকের মিসেস নুরুন্নাহার সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী ও ছোট পুত্রকে হারিয়ে বিষগ্ন হয়ে পড়েন। তাই তার বড় ছেলে ডাঙ্কারের পরামর্শে তাকে কর্তবাজারে বেড়াতে নিয়ে যায়। ডাঙ্কার মনে করেছেন বায়ু পরিবর্তন করলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের লেখকও সুস্থ হতে ডাঙ্কারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে বেড়াতে যান। উদ্দীপকের মিসেস নুরুন্নাহার এবং গল্পের লেখক উভয়েরই নতুন জ্ঞানগায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখে সময় কাটে। এদিক থেকে তাদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

বি: ০ উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটি ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের মূল উপজীব্য নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ প্রাণিজগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের আবেগ, অনুভূতি অন্যসব প্রাণীর চেয়ে উচ্চ। তাদের মন ভালো থাকা না থাকার ওপর তাদের কষ্ট ও আনন্দ নির্ভর করে। মনে আনন্দ থাকলে মানুষের শরীরও ভালো থাকে।

০ উদ্দীপকে মিসেস নুরুন্নাহারের বিষগ্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী-সন্তানকে হারিয়ে তিনি বিষগ্ন হয়ে পড়েন। ডাঙ্কারের পরামর্শে তার ছেলে তাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কর্তবাজারে নিয়ে যায়। তিনি সেখাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নানা ধরনের মানুষ দেখে সময় কাটান। উদ্দীপকের এই বিষয়টি ‘অতিথির সৃতি’ গল্পেও প্রকাশ পেয়েছে। লেখকও চিকিৎসকের পরামর্শ দেওঘরে যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখে তার সময় কাটে। এই বিষয়টি ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের মূল উপজীব্য নয়। মূল উপজীব্য হলো মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মায়া-মমতার বন্ধন গড়ে ওঠা।

০ উদ্দীপক ও ‘অতিথির সৃতি’ গল্প উভয় জ্ঞানগায় বায়ু পরিবর্তনের কথা বলা হলেও গল্পের মূল উপজীব্য হলো সেখানে একটি কুকুরের সঙ্গে লেখকের মায়া-মমতাময় সম্পর্ক গড়ে ওঠা, যা লেখক কখনো ভুলতে পারেননি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোন্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৪ ঢাকা বোর্ড ২০১৮; কুমিল্লা বোর্ড ২০১৮

পাঁচ বছরের নীলের জন্য তার বাবা শহর থেকে খাচাসহ টিয়ে পাখি কিনে তানে। বাবার সাথে নীলও পাখিটার যত্ন নেয়। নীলের সাথে টিয়েটাও নীলের বাবাকে ‘বাবা’ বলে ডাকে। পাখিটা পোষ মেনেছে ভেবে নীল একদিন চুপি চুপি খাচার দরজা খুলে দেয়। অমনি পাখিটা উড়ে চলে যায়। পাখিটার জন্য বাড়ির সবার মন খারাপ হয়। পরদিন সকালে পাখিটা ফিরে এসে, ‘বাবা, বাবা’ ডাকতে থাকলে সবাই অবাক হয়ে যায়। নীলের বাবা ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে।

- ক. ‘অতিথির সৃতি’ গল্পে লেখকের কৌসের ভাবনা ছিল? ১
 খ. অতিথি প্রথম দিন বাড়ির ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকে পাখিটির ফিরে আসা ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. নীলের বাবাকে ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের লেখকের প্রতিনিধি বলা যায় কি? উভয়ের পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ৫

ক: ০ ‘অতিথির সৃতি’ গল্পে একজোড়া বেনে-বৌ পাখিকে দুদিন না দেখে লেখকের ভাবনা হলো ব্যাধেরা বুঝি পাখি দুটিকে ধরে চালান করে দিয়েছে।

খ: ০ চাকরদের ভয়ে অতিথি প্রথম দিন বাড়ির ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না।

০ লেখক কুকুরটিকে অন্ধকার পথে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার জন্য বললেন। তার লেজ নাড়তে দেখে লেখক বুঝলেন সে রাজি আছে। তিনি কুকুরটিকে সাথে নিয়ে বাড়ির সামনে এলেন। গেট খুলে ওই

কুকুরটিকে ভেতরে ডাকলেন। বিন্দু কুকুরটি বাইরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ভেতরে ঢুকল না কারণ কুকুরটি ভয় পেয়েছিল। সে ভেবেছিল ভেতরে ঢুকলে হয়তো তাকে প্রহার করা হবে।

গ: ০ উদ্দীপকে পাখিটির ফিরে আসা ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের মানবেতর প্রাণীও যে মানুষের মেহ-মায়ায় বাঁধা পড়ে সেই দিকটিকে নির্দেশ করে।

০ পশু-পাখি, জীব-জন্ম মানব পরিবেশের অংশ। এরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না সত্য, কিন্তু একেবারে অনুভূতিশূন্য নয়। তারা প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ধন করে মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়। তাই এদের প্রতি মানুষের অনুরাগ জন্মে এবং এদের প্রতি মানুষ ভালোবাসা অনুভব করে।

০ উদ্দীপকে পাঁচ বছর বয়সি নীলের জন্য নীলের বাবার পাখি কিনে আনা, যত্ন নেওয়া এবং ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে নীল পোষা পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়ায় সবার মন খারাপ হয়েছে। আবার পাখিটির ফিরে আসাকে নীলের বাবার কাছে হারানো ছেলের ফিরে আসার মতো মনে হয়েছে। এসবের মূলে রয়েছে পাখিটির প্রতি নীল, নীলের বাবা এবং বাড়ির সবার গভীর ভালোবাসা। উদ্দীপকের পাখিটি ছাড়া পেয়েও ফিরে আসে। সে তার চিরায়ত বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন আচরণ করে কারণ সেও নীলের বাবার ও নীলের পরিবারের মেহ-মায়ার বন্ধনে আবন্ধ হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের অতিথি কুকুর ও লেখকের ভালোবাসা ও অনুভূতিশীলতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। লেখক চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যান। সেখানে প্রাচীর ঘেরা এক বড় বাড়িতে থাকার সময় প্রতিদিন বেড়াতে বের হতেন। একদিন এক পথের কুকুরের সাথে তার সখ্য গড়ে ওঠে। তার পর থেকে তিনি প্রতিদিন কুকুরটির সাথে পথে বেড়াতে বের হতেন। হঠাৎ দুদিন নিচে নামতে না পারায় কুকুরটিই তার দোতলায় ঘরে চলে যায়। এমনকি লেখকের বিদায়ের দিন তার দৌড়াদৌড়িই ছিল বেশি, যা প্রমাণ করে কুকুরটি লেখকের ঘেরের বন্ধনে আবন্ধ সেও লেখকের মেহ-মায়ার বাঁধা পড়ে এসব করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের পাখিটির ফিরে আসা আলোচ্য গল্পের মানবেতর প্রাণীও যে মানুষের মেহমায়ায় বাঁধা পড়ে সেই দিকটিকে নির্দেশ করে।

ঘ: ০ নীলের বাবাকে ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের লেখকের প্রতিনিধি বলা যায়। কারণ পশু-পাখির প্রতি লেখকেরও গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

০ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুভূতিশীল প্রাণী। মানুষ গভীর মেহপ্রবণ বলে চারপাশের বিভিন্ন জীব-জন্ম, পশু-পাখির প্রতি তার মেহ-মমতা জন্মে। এ অনুভূতি থেকেই অনেকে বাড়িতে নানা রকম জীব-জন্ম, পশু-পাখি পোষে। মানুষের প্রাত্যক্ষিক জীবনে এসব পোষা প্রাণীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

০ উদ্দীপকে নীলের জন্য আনা পাখিটির প্রতি নীলের বাবার গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। নীল পোষা পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। আবার সেই পাখিটি ফিরে আসায় তার মতো মনে হয়েছে। এই অনুভূতি পোষা পাখিটির প্রতি তার গভীর মমতারই প্রকাশ। উদ্দীপকের নীলের বাবার এই অনুভূতি ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের লেখকের অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। লেখকও দেওঘরের বাড়ির বারান্দায় বসে প্রতিদিন পাখি দেখে পাখির প্রতি গভীর মমতা অনুভব করেন। এ কারণেই একজোড়া বেনে-বৌ পাখিকে একদিন না দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং তিন দিন পর ফিরে আসায় ভাবনামুক্ত হয়েছেন। এছাড়া তিনি হাঁটতে গিয়ে রাস্তার একটি কুকুরকে অতিথি করে বাড়ি নিয়ে এসে তাকে যত্ন করার জন্য বাড়ির চাকরদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিদিন যে খাবার ফেলনা যায় তা যেন তার অতিথিকে দেওয়া হয়। তিনি কুকুরটির প্রতি যে মেহ-মমতা দেখিয়েছেন তা উদ্দীপকের পাখিটি ফিরে আসায় নীলের বাবার খুশি হওয়া ও গভীর মমতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

০ ‘অতিথির সৃতি’ গল্পে একটি প্রাণীর সঙ্গে লেখকের মমতার সম্পর্কটি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন



মেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনই পশুপাখির সঙ্গেও মানুষের মেহ-মগতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'অতিথির সৃতি' গল্লে বিদ্যায়ের দিন এসে পড়লেও লেখক আরও দুদিন দেরি করেন তাঁর অতিথির প্রতি মেহ-মগতার কারণে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের নীলের বাবা পোষা পাখিটির ফিরে আসায় হারানো ছেলের ফিরে আসার সুখ অনুভব করেন। তাই বলা যায় যে, আলোচ্য গল্লের লেখক ও উদ্দীপকের নীলের বাবা পরম্পরের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রশ্ন ১৫ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

সুর্বশূরুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী দিগন্তের একটি পোষা কুকুর আছে। কুকুরটি সব সময় দিগন্তের আশেপাশে থাকে। বাড়ির অন্যরা যত্ন না নিলেও দিগন্ত যজ্ঞের ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকে। পোষা কুকুরটি দিগন্তকে আপন করে নিয়েছে। সে কোথাও ঘুরতে বের হলে বা স্কুলে যাওয়ার সময় কুকুরটি তাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দেয়।

ক. 'অতিথির সৃতি' গল্লে ট্রেন স্টেশন ছাড়তে আর কয় মিনিট দেরি?

১
খ. "ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের বৈসাদৃশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

৩
ঘ. "'অতিথির সৃতি' ও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ক্ষেত্রে পোষা প্রাণীর অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে"- যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. ০ 'অতিথির সৃতি' গল্লে ট্রেন স্টেশন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি।

খ. ০ "ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই" বলতে লেখক তার অতিথি কুকুরটির তুচ্ছ অবস্থাকে বুঝিয়েছেন।

০ লেখক অসুস্থতার জন্য দেওঘরে আসেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। এখানে এসে তার সঙ্গে একটি কুকুরের মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। সেই বাড়ির চাকর-মালিনী কুকুরটিকে খেতে দেয় না, মেরে তাড়িয়ে দেয়। তাদের কাছে কুকুরটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। আবার লেখকের দেওঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় হলে তিনি এই কুকুরটির কথা ভেবে কষ্ট পান, কিন্তু তাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সত্ত্ব নয়। তখন লেখকের মনে হতে লাগল "ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই।"

গ. ০ কুকুরের অবস্থাগত বিষয়ের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

০ প্রতিটি জীবেরই রয়েছে অনুভূতিপ্রবণতা। সেই কারণেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দুঃখ-কষ্ট, সুখ, ভালোবাসা অনুভব করতে পারে।

০ 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক একটি পথের কুকুরকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে তাকে খেতে দেন, তার সঙ্গে কথা বলেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হন। তাকে ছেড়ে আসার সময় তার প্রতি মমতা অনুভব করে কষ্টও পান। কিন্তু লেখক অতিথি কুকুরটিকে ভালোবাসলেও তার বাড়ির চাকররা কুকুরটির সাথে অমানবিক আচরণ করে। এমনকি লেখক বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় কুকুরটিকে সেখানে রেখে যান। অন্যদিকে উদ্দীপকের দিগন্তের কুকুরটি পোষা। সে দিগন্তের কাছে আদর-যত্ন সব পায়। দিগন্তের স্কুলে যাওয়ার সময় কুকুরটি তাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসে। মূলত উদ্দীপকের কুকুরটি পোষা এবং আলোচ্য গল্লের অতিথি কুকুরটি পথের সাধারণ কুকুর। এখানেই উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রকাশ পায়।

ঘ. ০ "'অতিথির সৃতি' ও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয় ক্ষেত্রে পোষা প্রাণীর অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে"- মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মানুষের সাথে মানুষের যেমন মেহ-মায়া-মমতার সম্পর্ক তৈরি হয় তেমনই প্রাণীর সাথেও এমন সম্পর্ক তৈরি হয়। এরা মানুষের ভালোবাসা বুঝতে পারে এবং এর প্রতিদিনে ভালোবাসা প্রকাশ করে।

০ 'অতিথির সৃতি' গল্লে বায়ু পরিবর্তনের জন্য লেখক দেওঘরে আসেন। সেখানে তার সাথে একটি কুকুরের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক তাকে অতিথির মর্যাদা দেন। তাকে খেতে দিতে চাকরদের বলেন। কুকুরটির প্রতি মায়া জন্মে যাওয়ায় তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে দিগন্তে তার পোষা কুকুরটিকে খুব ভালোবাসে। তার যত্ন নেয়। কুকুরটির যজ্ঞের প্রতি সে সতর্ক থাকে। স্কুলে যাওয়ার সময় কুকুরটি তাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দেয়।

০ 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখক কুকুরটিকে পথ থেকে নিয়ে আসেন, তাকে খেতে দেন। তার সাথে বেড়াতে বের হতেন। অন্যদিকে দিগন্তের কুকুরটি পোষা। উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্লে উভয় জায়গায় মানবেতের প্রাণীর প্রতি মায়া-মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক ও দিগন্তের নিজ নিজ প্রাণীর প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পায়। মূলত প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মানবেতের পশুর প্রতি দৃজন মানুষের মমতাবোধই বড় হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

আসমা কয়েকটি হাঁস কিনে বাড়িতে নিয়ে আসে। কয়েক দিনের মধ্যে হাঁসগুলোর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একদিন সকালে সে দেখে হাঁসগুলো ঘরের মধ্যে মরে আছে। তা দেখে সে কানায় ভেঙে পড়ে এবং পাগলের মতো হয়ে যায়।

ক. সবচেয়ে ভোরে ওঠে কোন পাখি?

১

খ. লেখক কেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগ্রহ খুঁজে পেলেন না?

২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

৩

ঘ. "উদ্দীপকের আসমা ও 'অতিথির সৃতি' গল্লের লেখকের ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. ০ সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল পাখি।

খ. ০ অতিথির প্রতি মায়া জন্মে যাওয়ার কারণে লেখক বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগ্রহ খুঁজে পেলেন না।

০ বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘর বেড়াতে গিয়ে লেখক একটি পথের কুকুরকে ডেকে এনে খাবার দেন। ক্রমে ক্রমে তার প্রতি লেখকের মমতা জন্মে। তিনি তার নাম দেন অতিথি। অতিথি লেখকের খুব ডুর হয়ে ওঠে। তারপর একদিন লেখকের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে যায়। সেদিন অতিথি রেলস্টেশন পর্যন্ত যায়। ট্রেন ছেড়ে দিলেও লেখকের যাত্রাপথের দিকে এক দৃঢ়িতে তাকিয়ে থাকে। অবোধ প্রাণীটির প্রতি মমতার কারণে লেখক মনের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগ্রহ খুঁজে পেলেন না।

ঘ. ০ উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের সাদৃশ্য রয়েছে।

০ আমাদের চারপাশের সবকিছুই পরিবেশের অংশ। পশু-পাখি, জীবজন্তু মানুষের মতো মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারলেও এরা মানুষের মেহ-মগতা বুঝতে পারে। অনেকেই শখের বশে পশু-পাখি পোষে এবং এদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে।

০ উদ্দীপকে পোষা প্রাণীর প্রতি মানুষের মেহ-মগতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আদরের হাঁসগুলো মরে যাওয়ায় আসমা অনেক কষ্ট পেয়েছে। এই বিষয়টি 'অতিথির সৃতি' গল্লের অতিথি কুকুরটির জন্য লেখকের কষ্ট পাওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ তিনি পথের কুকুরটিকে ডেকে এনে খেতে দিয়েছিলেন এবং তাকে বাড়ির লোকেরা যাতে যত্ন করে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করেছিলেন। বাড়ি ফেরার দিন লেখক ঐ কুকুরটিকে স্টেশনে এসে দাঢ়িয়ে থাকতে দেখে তার প্রতি গভীর মেহের টান অনুভব করেছেন। উদ্দীপকের আসমাও একই কারণে হাঁসগুলোর জন্য কানায় ভেঙে পড়েছে। এভাবে উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির সৃতি' গল্লের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

- ক.** • 'উদীপকের আসমা এবং 'অতিথির সৃতি' গল্পের লেখকের ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।'— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষ মেহপ্রবণ বলে চারপাশের বিভিন্ন পশু-পাখির প্রতি তার মমতা জন্মে। অনেকেই বাড়িতে পশু-পাখি পোষে। পোষা প্রাণীর সঙ্গে ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে এসব পশু-পাখি মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে দাঢ়ায়।
- উদীপকের আসমা তার পোষা হাঁসগুলোর মৃত্যুতে কষ্ট পেয়েছে। কারণ সে হাঁসগুলো অনেক মেহ-মমতা দিয়ে লালন করছিল এবং সেগুলোর সঙ্গে তার এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এই বিষয়টির সঙ্গে 'অতিথির সৃতি' গল্পের লেখকের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। লেখকও অতিথি কুকুরটির প্রতি বাড়ির কাজের লোকদের অবহেলায়, খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ায় কারণে কষ্ট পেয়েছেন। পোষাপ্রাণীর প্রতি মানুষের মমতার দিক থেকে উদীপকের আসমা এবং 'অতিথির সৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতা একস্ত্রে গাঁথা। কিন্তু তাদের প্রেক্ষাপট এক নয়।
- 'অতিথির সৃতি' গল্পে লেখক বায়ু পরিবর্তন করতে দেওঘরে গেলে সেখানে একটি কুকুরের প্রতি তার মমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়। আর উদীপকে আসমা কয়েকটি হাঁস কিনে এনে পুষ্টতে থাকে এবং এদের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার মেহের বন্ধন তৈরি হয়। লেখকও দেওঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় স্টেশনে কুকুরটিকে দেখে ব্যথিত হয়েছেন। উদীপকের হাঁসগুলো মরে যাওয়ায় আসমা কানায় ভেঙে পড়েছে। গল্পের কুকুরটি লেখকের পোষা নয়। আর উদীপকের হাঁসগুলো আসমার পোষা। এদিক থেকে উদীপক ও অতিথি সৃতি গল্পের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কাজেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৭। বিষয় : প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে আমাদের কুকুরের নাম। না, আমাদের কুকুর নয়, মহারাজার কুকুর। তাঁর নাকি অনেকগুলো কুকুর ছিল। তিনি সবকটাকে নিয়ে যান, কিন্তু এই কুকুরটিকে নিতে পারেননি। সে কিছুতেই রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। মা তাকে দুবেলা খাবার দেন। মাটিতে খাবার ঢেলে দিলে সে খায় না। থালায় করে দিতে হয়। শুধু তা-ই না, খাবার দেবার পর তাকে মুখে বলতে হয়— খাও।

[তথ্যসূত্র : নিয়তি— হুমায়ুন আহমেদ]

- ক. হলদে রঙের কোন পাখি একটু দেরি করে আসত? ১
 খ. কুলিদের সাথে কুকুরটির ছোটাছুটি করার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. 'অতিথির সৃতি' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে উদীপকের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "ভিন্ন প্রেক্ষাপট হলেও উদীপকের ভাবার্থে 'অতিথির সৃতি' গল্পের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে।" মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

॥ শিখনফল ৫

১৭নং প্রগ্রে উত্তর

- ক.** • হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত।
- খ.** • কুলিদের সাথে কুকুরটির ছোটাছুটি করার কারণ হলো— লেখকের কোনো কিছু যেন খোয়া না যায়।
- দেওঘর থেকে লেখকের যাওয়ার দিন কুলিদের ব্যস্ত হয়ে মালামাল গাড়িতে তুলতে লাগল। কুলিদের ব্যস্ততার সাথে কুকুরটিও ছোটাছুটি করে একাত্তরা ঘোষণা করল। লেখকের ভালোবাসার প্রতিদানস্বরূপ সেও যেন সাহায্য করতে চায় লেখককে, তাই কুলিদের সাথে খবরদারি করতে লাগে যেন কোনো জিনিস খোয়া না যায়।
- গ.** • 'অতিথির সৃতি' গল্পের প্রাণীর প্রতি মানুষের মমতাবোধের সঙ্গে উদীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।
- পশু-পাখি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। অনেক সময় সম্পর্কটা বন্ধুত্বে বৃপ্ত নেয়। পশু-পাখি তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি ভালো লাগার অনুভূতি প্রকাশ করে।
- 'অতিথির সৃতি' গল্পে দেখা যায়, লেখক দেওঘরে বেড়াতে গেলে প্রথম দেখার পর থেকেই একটি কুকুরের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। মেহদৃষ্টি পেয়ে কুকুরটি তাঁর সাথে সাথে থাকে। লেখকের প্রতি জন্ম নেওয়া ভালোবাসা থেকে কুকুরটিও তাঁর অপেক্ষায় থাকে। কুকুরটিকে খাওয়ানোর লক্ষ্যে লেখক বাসায় নিয়ে যান। উদীপকেও প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। বেঙ্গল টাইগার নামের রাজবাড়ির কুকুরটিকে লেখকের মা দুবেলা যেতে দেন। থালায় খাবার দিয়ে যেতে বললে তবেই সে খায়। প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার এই দিক থেকেই আলোচ্য গল্পের সঙ্গে উদীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।
- ঘ.** • "ভিন্ন প্রেক্ষাপট হলেও উদীপকের ভাবার্থে 'অতিথির সৃতি' গল্পের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- আদিকাল থেকেই পশু-পাখি মানুষের বশ্যতা স্থাকার করে আসছে। মানুষও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি বজায় রেখেছে। স্বার্থের মোহে মানুষ মানুষকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণী কখনই প্রভুর আদর-ভালোবাসার অর্মান্দা করে না।
- উদীপকের বেঙ্গল টাইগার রাজবাড়ির কুকুর। প্রভুর নির্দশন রাজবাড়ির প্রতি তার রয়েছে ভক্তি-শ্রদ্ধা। তাই মহারাজা চেষ্টা করেও রাজবাড়ি থেকে তাকে নিয়ে যেতে পারেননি। অন্যদিকে 'অতিথির সৃতি' গল্পের কুকুরটির মধ্যেও প্রভুভক্তি রয়েছে। তাই তো সে প্রতিদিন লেখকের দেখা পাওয়ার জন্য গেটের সামনে অপেক্ষা করেছে। আবার লেখক যখন দেওঘর থেকে বিদায় নিছিলেন তখনও কুকুরটি তাঁর পিছু নিয়েছে, স্টেশনে ছুটে গেছে। গল্পে কুকুরটির প্রতিও তাঁর মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।
- 'অতিথির সৃতি' গল্পে মানবের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মমতার সম্পর্কই মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। আর উদীপকেও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বেঙ্গল টাইগার নামের কুকুরটির প্রতি মানুষের ভালোবাসার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদীপকের ভাবার্থে 'অতিথির সৃতি' গল্পের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। ঈশার পোষা বিড়ালের নাম ক্যাটসপার। পরিবারে এর বয়ের অন্ত নেই। ঘুমানোর জন্য রয়েছে নরম বিছানা। একটু অসুখ হলে তাকে নিয়ে যায় ডাঙ্কারের কাছে। পছন্দের খাবারও কখনো ঘর থেকে ফুরায় না। ক্যাটসপার সব সময় ঈশার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। একদিন দুপুর বেলা খাওয়ার সময় ক্যাটসপারকে কোথাও ঝুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ পাশের বাড়ির মনিরুলদের ঘরে তার কানার শব্দ শোনা যায়। ক্যাটসপারকে আহত অবস্থায় দেখে কেবল ঈশা। দেরি না করে তাকে নিয়ে ছুটে যায় হাসপাতালে।



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ক. বামুন ঠাকুরকে ডেকে লেখক কী বলেছিলেন? ১
 খ. ট্রেন ছেড়ে দিলেও লেখক বাড়ি ফেরার আগ্রহ ঝুঁজে পাননি কেন? ২
 গ. উদীপকের ঈশার সঙ্গে 'অতিথির সৃতি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদীপকে বর্ণিত মনিরুলদের আচরণ 'অতিথির সৃতি' গল্পের একটি বিশেষ দিকের বাস্তব প্রতিফলন— মন্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

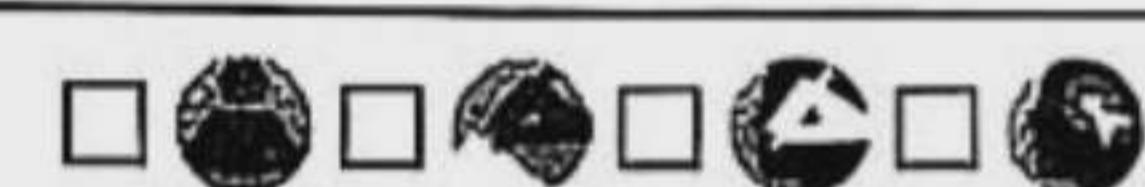
- ২। ভার্সিটির ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ায় ফারহান ঢাকা চলে যাচ্ছে। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার মুহূর্তেই সে দেখে টমি তার বগির জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। মাত্র মাস থানেক আগে এ কুকুরটা তাদের বাড়িতে আসে। অত্যন্ত স্মৃদ্ধার্থ মনে হওয়ায় ফারহান কুকুরটাকে খাবার দিয়েছিল। আর সেই থেকেই কুকুরটা সারাক্ষণ তার আশেপাশে ঘূরঘূর করে। ফারহানের কেমন মায়া পড়ে যায় কুকুরটার উপর। সে নিয়মিত ওকে খাবার দিয়ে যায়। আর আদর করে ওর নাম দেয় টমি।
 ক. 'বড়দিদি' উপন্যাস কেন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? ১
 খ. চাকরদের দরজা খোলার শব্দ শুনে অতিথি ছুটে পালিয়েছিল কেন? ২
 গ. উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. 'উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না"— মন্তব্যটি যথার্থতা বিচার কর। ৪
- ৩। লোপা কবুতর খুব ভালোবাসে। তার দুটো কবুতর আছে। একটির নাম হীরা, অন্যটির নাম মানিক। হীরা-মানিক বলে ডাকলেই উড়ে এসে লোপার ঘাড়ে-মাথায় বসে 'বাক-বাকুম' 'বাক-বাকুম' শব্দ করে। নিজের হাতে ওদের খাইয়ে দেয় লোপা। লোপার মা বলে, "কবুতর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না।" মার কথা শুনে চুপ করে থাকে লোপা।

- ক. পান্ত্রুর শব্দের অর্থ কী? ১
 খ. লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্দীপকের লোপার মধ্যে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন চরিত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়?— ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূলভাব একই।— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৪। নানাবাড়ি থেকে সাদা রঙের ছাগলের বাচ্চা উপহার হিসেবে পায় সাকিব। বাচ্চাটি পেয়ে সে খুব খুশি হয়। সারাক্ষণ সে বাচ্চাটিকে যত্নে রাখে। ছাগলছানাটিও সাকিবের পিছু ছাড়ে না। দেখতে দেখতে ছানাটি হচ্ছেপুষ্ট হয়ে উঠল। একদিন তোরবেলা দেখা গেল ছাগলছানাটি মরে পড়ে আছে। বিষাক্ত সাপের কামড়ে ছানাটির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সাকিব খুব মুষড়ে পড়ে।
 ক. কত সালে 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়? ১
 খ. লেখকের সত্যিকার ভাবনা খুচে গেল কীভাবে? ২
 গ. উদ্দীপকের ছাগলছানাটির এবং 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের অতিথির মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো চিহ্নিত কর। ৩
 ঘ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে অতিথি উদ্দীপকের ছাগলছানাটির মতো ততটা জীবনঘনিষ্ঠ নয়— মন্তব্যটি গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

► জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন? উত্তর হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য।

প্রশ্ন ২। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটির পূর্ণ নাম কী ছিল?

[পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটির পূর্ণ নাম 'দেওঘরের স্মৃতি' ছিল।

প্রশ্ন ৩। অন্ধকার শেষ না হতেই কোন পাখির গান আরম্ভ হয়?

উত্তর : অন্ধকার শেষ না হতেই দোয়েল পাখির গান আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন ৪। কাকে দেখে লেখকের সবচেয়ে বেশি দৃঢ় হতো?

উত্তর : দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের সবচেয়ে বেশি দৃঢ় হতো।

প্রশ্ন ৫। সন্ধ্যার পূর্বে কাদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন?

উত্তর : বাতব্যাধিগ্রন্থদের সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৬। "কী রে, যাবি আমার সঙ্গে?"— এ প্রশ্ন কার?

উত্তর : "কী রে, যাবি আমার সঙ্গে?"— এ প্রশ্ন লেখকের।

প্রশ্ন ৭। কার ঘোবনে শক্তিসামর্থ্য ছিল?

উত্তর : কুকুরটার ঘোবনে শক্তিসামর্থ্য ছিল।

প্রশ্ন ৮। লেখক কাকে অতিথি হিসেবে ঘরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানান?

উত্তর : লেখক একটি কুকুরকে অতিথি হিসেবে ঘরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানান।

প্রশ্ন ৯। আলো নিয়ে কে এসে উপস্থিত হলো?

উত্তর : আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হলো।

প্রশ্ন ১০। দেওঘরে প্রত্যহ অনেক কী ফেলনা যায়?

উত্তর : দেওঘরে প্রত্যহ অনেক খাবার ফেলনা যায়।

প্রশ্ন ১১। কে খাওয়া সম্পর্কে নির্বিকারিতি?

উত্তর : মালিনী খাওয়া সম্পর্কে নির্বিকারিতি।

প্রশ্ন ১২। বেড়াতে বের হলে লেখকের পথসঙ্গী হয় কে?

উত্তর : বেড়াতে বের হলে লেখকের পথসঙ্গী হয় কুকুরটি।

প্রশ্ন ১৩। মালিনী কাকে মেরে ধরে বের করে দিয়েছে?

উত্তর : মালিনী কুকুরটাকে মেরে ধরে বের করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ১৪। কাদের দোর খোলার শব্দে অতিথি পালাল?

উত্তর : চাকরদের দোর খোলার শব্দে অতিথি পালাল।

প্রশ্ন ১৫। লেখককে কোথা থেকে বিদায় নিতে হলো?

উত্তর : লেখককে দেওঘর থেকে বিদায় নিতে হলো।

প্রশ্ন ১৬। নানা ছলে লেখক দেওঘরে আরও কয়দিন দেরি করলেন?

উত্তর : নানা ছলে লেখক দেওঘরে আরও দুই দিন দেরি করলেন।

প্রশ্ন ১৭। সবাই বকশিশ পেলেও কে বকশিশ পেল না?

উত্তর : সবাই বকশিশ পেলেও অতিথি কুকুরটি বকশিশ পেল না।

প্রশ্ন ১৮। কে কুলিদের সাথে ছোটাছুটি করে খবরদারি করতে লাগল?

উত্তর : লেখকের অতিথি কুকুরটি কুলিদের সাথে ছোটাছুটি করে খবরদারি করতে লাগল।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের সবচেয়ে বেশি দৃঢ় হতো কেন?

উত্তর : দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের সবচেয়ে বেশি দৃঢ় হতো, কারণ এ মেয়েটির কোনো আত্মীয়-ঘজন ছিল না, সে একা একা পথ চলত।

চরিশ-পঁচিশ বছরের দরিদ্র মেয়েটির দেহ শীর্ণ আর পান্ত্ৰু। যেন গায়ে কোনো রক্ত নেই। মেয়েটির তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। শীর্ণ মেয়েটিকে নিজের দেহ টেনে নিয়ে যেতেই অনেক কষ্ট করতে হয়।

তবুও তার কোলে একটা বাচ্চা থাকে। মেয়েটির এ দুরবস্থা দেখে লেখকের মনে বেশি কষ্ট হতো।

প্রশ্ন ২। "হয়তো নিষ্ঠৰ্থ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা।"— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আলোচ্য কথাটির ভাবা অতিথি কুকুরটির প্রতি লেখকের মমতা প্রকাশ পেয়েছে এবং লেখকের প্রতি কুকুরের ভালোবাসার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

দেওঘরে অবস্থানকালে পথের কুকুরটির সাথে লেখকের দারুণ সখ্য গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে যা লেখকের মনে একখণ্ড বেদনার অবতারণা করে। কারণ লেখকের প্রস্থানের বিষয়টি কুকুরটা তৎক্ষণাত্মে পুরুতে পারবে না। তালাবন্ধ গেটের সামনে অক্লান্তভাবে সে প্রতিদিন অপেক্ষা করবে। তারপর গোপনে লেখককে খুঁজবে। লেখকের প্রতি কুকুরটির এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কথা স্মরণ করেই লেখক প্রশ়ংস্ক কথাটি বলেছেন।

► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান



পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত □ ● □ ● □ ● □ ● □ ●

কর্ম-অনুশীলন **ক** তোমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি ভ্রমণকাহিনির বিবরণ লেখ (একক কাজ)।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-4

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : ভ্রমণকাহিনি লেখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা।

কাজের নির্দেশনা :

১. ভ্রমণকাহিনির বিবরণ লেখার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় সেগুলো আগে জেনে নাও।
২. তোমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণের কাহিনি সর্বপ্রথম স্মরণ করার চেষ্টা কর।
৩. কাদের সঙ্গে, কখন, কীভাবে ভ্রমণ করেছ, সেখানে কী কী দেখলে, কোথায় অবস্থান করলে, ভ্রমণে গিয়ে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটল কি না সেগুলো উল্লেখ করবে।

কাজের বর্ণনা : আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে বাসযোগে কক্ষবাজার গিয়েছিলাম। সকাল আটটায় ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে বেলা দুইটায় কক্ষবাজার পৌছেছিলাম। যাওয়ার পথে বাসের জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ হই। বাবা আমাদের জন্য চানচুর আর পানীয় জাতীয় কিছু খাবার কিনে এনেছিলেন। আমরা সেগুলো খাচ্ছিলাম আর চালক বাস দ্রুতবেগে চালাচ্ছিল। এভাবে পাহাড়, মেঠোপথ দেখতে দেখতে এক সময় আমরা কক্ষবাজারে পৌছে গেলাম। বাবা হোটেল ভাড়া করলেন। হোটেলে মালপত্র রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে আমরা সমুদ্র সৈকত দেখতে বের হলাম। সন্ধ্যার মধ্যে হোটেলে ফিরলাম। পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হিমছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখান থেকে গেলাম সেন্টমার্টিন দ্বীপে। দ্বীপটি যে কী সুন্দর তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সন্ধ্যার একটু আগে আমরা জাহাজে করে আবার কক্ষবাজারে ফিরে এলাম। এর পরের দিন গেলাম রাঙামাটির পাহাড় দর্শনের জন্য। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ, গাছগাছালি দেখে আমরা মুগ্ধ। আমরা সেখানে সংখ্যাবলম্বন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম। এভাবে বিভিন্ন বিষয় দেখে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে পরের দিন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। এই ভ্রমণের কথা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

কর্ম-অনুশীলন **খ** তোমার প্রিয় কোনো পশু বা পাখির কোন কোন আচরণ তোমার কাছে মানুষের আচরণের মতো মনে হয়, তার একটি বর্ণনা দাও (একক কাজ)।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-4

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : চারপাশের পরিবেশ প্রকৃতির প্রতি মনোযোগী হয়ে সেগুলো লিখে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে উৎসাহী করে তোলা।

কাজের নির্দেশনা :

১. তোমার আশপাশে কোন কোন পশু বা পাখি আছে যেগুলো তোমার প্রিয়, সেগুলো আগে নির্ধারণ করবে।
২. সেগুলোর মধ্যে কোনটি মানুষের মতো আচরণ করে সেই দিকটি খেয়াল করার চেষ্টা করবে।
৩. এক্ষেত্রে তুমি বেড়াল, ছাগল, টিয়াপাখি, ময়নাপাখি, খরগোশ ইত্যাদির মধ্যে তোমার প্রিয় হিসেবে পশু বা পাখি নির্ধারণ করতে পার।

কাজের বর্ণনা : আমার একটি পোষা বিড়াল আছে। বিড়ালটির নাম রেখেছি মিনি। মিনি সব সময় আমার সঙ্গে থাকে। আমি যখন খাবার খেতে বসি সেটি আমার পাশে বসে থাকে। আমি খাবার দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে কোনো খাবারে মুখ দেয় না। এবং আচর্ষের ব্যাপার, আমি যখন খাবারের টেবিল থেকে উঠে পড়ি ঠিক তখনই মিনিও উঠে আসে। আমি রাত বারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা করি, মিনিও তখন আমার পাশে বসে থাকে এবং এর মধ্যে যদি কোনো ইন্দুরের সাড়াশব্দ পায় তখনই হুট করে ঝাপিয়ে পড়ে ইন্দুরের ওপর। ইন্দুর মেরে বাইরে কোথাও রেখে আবার সে আমার কাছে চলে আসে। আমি যখন ঘুমাতে যাই তখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে যায়। শীতের রাতে আমার লেপের নিচে থাকে সে। মিনির সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। কারণ মিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো সারাক্ষণ পাশে থাকে।

সুপার সাজেশন্স

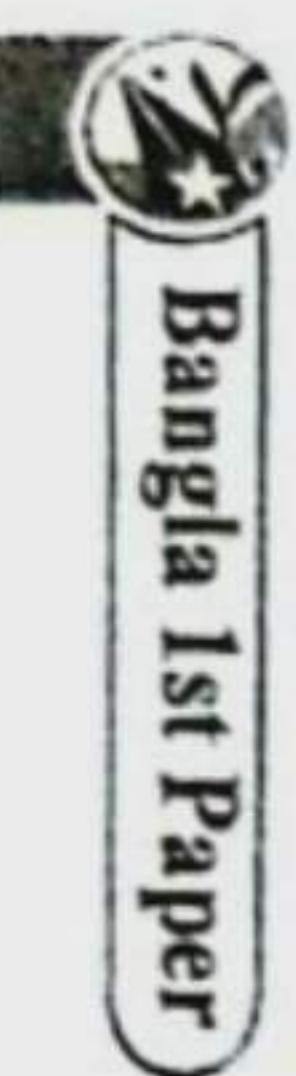
মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

প্রিয় শিক্ষার্থী, ভার্ধ-বার্ধিক ও বার্ধিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উভর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	৭৩ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫২ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৬, ৭, ১০	১২, ১৪, ১৬, ১৭
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ৯	১০, ১১, ১৮
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

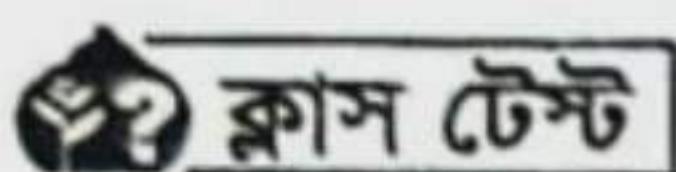
এক্সকুলিসিড টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক



বাংলা প্রথম পত্ৰ

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$$3 \times 50 = 50$$

[সর্ববরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভয়পত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নথরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভয়ের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১০. হয়ত, ওর চেয়ে তুছ জীব শহরে আৱ নেই! এখানে কাৱ কথা বলা হয়েছে?
 ① বেনেবৌ পাখি ② কুকুৱাটি
 ③ মালিনী ④ বুলবুলি পাখি

১১. মালিৰ ঝীকে কী বলা হয়?
 ① মালিলী ② মালিনী
 ③ মালাকৱ ④ মলিনা

১২. "কিন্তু যৌবনে একদিন শত্রিসামৰ্থ্য ছিল।"— যাৱ কথা বলা হয়েছে—
 i. লেখকেৱ
 ii. কুকুৱাটিৱ
 iii. অতিথিৱ
 নিচেৱ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ③ ii ও iii ④ i ও iii

১৩. ট্ৰেন ছাড়তে আৱ কত মিনিট বাকি?
 ① এক মিনিট ② দুই মিনিট
 ③ তিন মিনিট ④ চার মিনিট

১৪. 'অতিথিৰ স্মৃতি' গল্পে মালিনী—
 i. কম বয়সী
 ii. দেখতে ভালো
 iii. খাওয়া সঘন্তে নিৰ্বিকাৱচিত
 নিচেৱ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

১৫. উদ্বীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নংৱ প্ৰশ্নেৱ উত্তৰ দাও :
 তুহিন ফুল খেকে এসে দেখে ওৱ পোধা টিয়াটি বিড়ালেৱ নথেৱ আঘাতে মাৱা গেছে।
 এই দুঃখে তুহিন কয়েকদিন ঠিক কৱে খেতে
 পড়তে পাৱেনি।

১৬. উজ্জ ভাৰটিৱ সাথে সংগতিপূৰ্ণ বাক্য—
 i. কী রে, খাৰি আমাৱ সজো?
 ii. চাকৱদেৱও দৱদ তাৱ 'পৱেই বেশি
 iii. না খেয়ে যাসনে বুৰুলি
 নিচেৱ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

১৭. শৱীৱ খাৱাপ হলে লেখক কয়দিন নিচে
 নামতে পাৱলেন না
 ① এক দিন ② দুই দিন
 ③ তিন দিন ④ চার দিন

১৮. যে মালা রচনা কৱে তাকে কী বলে?
 ① মালি ② আসামি
 ③ কুঞ্জ ④ মালিনী

১৯. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটির লেখক কে?
 ① বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ② শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ③ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
 ④ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২০. 'অতিথির স্মৃতি' খন্দায় প্রকাশ পেয়েছে—
 ① প্রকৃতিপ্রেম ② ধর্মনিষ্ঠা
 ③ দায়িত্বশীলতা ④ জীবপ্রেম

২১. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল নাম কী?
 ① স্মৃতিকথা ② দেওঘরের স্মৃতি
 ③ রেঙ্গুনের স্মৃতি ④ কুকুরের স্মৃতি

২২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি' কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
 ① সবুজপত্র ② বিজলী
 ③ ভারতী ④ সওগাত

২৩. দারিদ্র্যের কারণে শরৎচন্দ্রের কোন পর্যায়ের শিক্ষা অসমান্ত থাকে?
 ① প্রাথমিক শিক্ষা ② মাধ্যমিক শিক্ষা
 ③ কলেজ শিক্ষা ④ উচ্চশিক্ষা

২৪. 'এদেশে ব্যাধের অভাব নেই।' বাক্যটিতে 'ব্যাধ' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?
 ① ব্যাধিগ্রস্তদের ② শিকারিদের
 ③ পথ্যাত্রীদের ④ অভিযাত্রিকদের

২৫. অতিথির দুই দিন অভূত থাকার জন্য দায়ী—
 i. মানুষের হীন স্বার্থবৃদ্ধি
 ii. লেখকের অপরিসীম মেহপরায়ণতা
 iii. চাকরদের মালিনীর প্রতি আনুকূল্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও iii ② ii ও iii ③ iii ④ i ও ii

২৬. কোন গাছের ডালে বেনে-বৌ পাখিরা অতিদিন হাজিরা দিত?
 ① ইউক্যালিপটাস গাছের
 ② অশথ গাছের
 ③ বকুল গাছের
 ④ কঁঠাল গাছের

২৭. কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিয়েছে কে?
 ① লেখক ② চাকর
 ③ মালি ④ মালির বউ

২৮. খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ? এ জিজ্ঞাসা কার প্রতি?
 ① চাকরের প্রতি ② মালি-বৌর প্রতি
 ③ কুকুরটির প্রতি ④ বায়ুন ঠাকুরের প্রতি

২৯. 'পাখুর' শব্দের অর্থ কী?
 ① বিবর্ণ ② ফ্যাকাশে
 ③ রোগাটে ④ পাতলা

৩০. শরৎচন্দ্র কত বছর রেঙ্গুনে অবস্থান করেন?
 ① ১২ ② ১১
 ③ ১০ ④ ১৩

সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)



Bangla 1st Paper

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- ১। বাদল সাহেব ডায়াবেটিস রোগী। ডাক্তারের পরামর্শে প্রতিদিন বিকেলে হাঁটতে বের হন। হাঁটতে গিয়ে দেখেন তার মতো অনেকেই হাঁটতে বের হয়েছে। যারা হাঁটতে বের হয়েছে তাদের অনেকে স্মৃতিকায়। একটু হাঁটলেই হাঁপিয়ে যায়। তারপরও তাদের হাঁটার প্রাণপণ চেষ্টা। হঠাতে বাদল সাহেব দেখতে পান রাস্তার পাশে একটি বিড়ালছানা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি বিড়ালছানাটিকে বাসায় নিয়ে যান এবং পরম যত্নে তাকে সুস্থ করে তোলেন।
 ক. কী দেখে লেখকের সত্যিকার ভাবনা ঘূর্ছে গেল? ১
 খ. আতিথের মর্যাদা লজ্জন বলতে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লোকদের হাঁটার প্রাণপণ চেষ্টা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন দিককে নির্দেশ করে— ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের বাদল সাহেবের প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মমত্ববোধের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে কিং? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। মহেশ দরিদ্র বর্গাচারী গফুরের অতি আদরের একমাত্র ঘাঁড়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমতো খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য ঘড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে খাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেঁটে যায়। তাই সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে— মহেশ, তুই তো জনিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুষে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।
 ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটু দেরি করে আসত কোন পাখি? ১
 খ. "ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন।"— লেখক কেন এ কথাটি বলেছেন? ২
 গ. উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটির মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকের গফুরের মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪
- ৩। পাঁচ বছরের নীলের জন্য তার বাবা শহর থেকে খাচাসহ টিয়ে পাখি কিনে আনে। বাবার সাথে নীলও পাখিটার যত্ন নেয়। নীলের সাথে টিয়েটাও নীলের বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকে। পাখিটা পোষ মেনেছে ভেবে নীল একদিন চপি চুপি খাচার দরজা খুলে দেয়। অমনি পাখিটা উড়ে চলে যায়। পাখিটার জন্য বাড়ির সবার মন খারাপ হয়। পরদিন সকালে পাখিটা ফিরে এসে, 'বাবা, বাবা' ডাকতে খাকলে সবাই অবাক হয়ে যায়। নীলের বাবা ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে।
 ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের কৌসের ভাবনা ছিল? ১
 খ. অতিথি প্রথম দিন বাড়ির ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকে পাখিটির ফিরে আসা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. নীলের বাবাকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের প্রতিনিধি বলা যায় কি? উভয়ের পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪
- ৪। পিয়াসের একটা পোষা বিড়াল ছিল। সে তাকে খুবই যত্ন করত। সময় পেলে নিজ হাতে দুধ, মাছ খেতে দিত। পিয়াস যখন বাইরে যেতে বিড়ালটি তখন তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকত। কিন্তু বাড়ির কাজের মেয়ে আয়েশা এটা মোটেই সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের দুধটুকু নিজেই খেয়ে নিত এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করত।
 ক. দেওঘরে লোকটি একঘেয়ে সুরে কী মান গাইত? ১
 খ. 'আতিথের মর্যাদা লজ্জন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকের আয়েশার আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকের পিয়াসের মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ!"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

- ৫। আসলে পাখিদের শানু খুব ভালোবাসে। বড় ভাই আনু একটা শালিকজনা এনে পুরে রেখেছিলো খাচায়। শানু রোজ ঘাসফড়িং ধরে ধরে এনে খাওয়াতো ছানাটাকে। কিন্তু হলে কি হবে, মা শালিকটা একেকদিন এসে খাচার চারদিকে এমন ক্যাচর ম্যাচর জুড়ে দিতো যে বলার কথা নয়। মাকে দেখে বাচ্চাটাও চাঁ চাঁ করে চেঁচাতো আৰ খাচা থেকে বেবুবার জন্য ডানা ঝাপটাতো। তারপর হঠাতে কী যে হলো। একদিন সকালে দেখা গেলো সেই ছানাটা ঠ্যাং দুখানি ওপরে তুলে চিংপাত হয়ে মরে আছে। দেখে শানুর চোখ ফেঁটে কানা বেরিয়ে এসেছিলো। মন খারাপ করে সে চুপচাপ বসে থাকতো। তাই দেখে হিমি বুবু তার একটা হাঁসের বাচ্চা দিয়ে দেয়। বলে, শানু আজ থেকে এটা তোর।
 ক. এক জোড়া বেনে-বৌ পাখি কোন গাছের ডালে বসত? ১
 খ. অল্লব্যসী একদল মেয়েকে বেরিবেরির আসামি বলা হয়েছে কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূলভাব এক নয়।" মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪
- ৬। কিরণ বাবু সরকারি চাকরি করেন। কাজের লোক শ্যামলকে নিয়ে তিনি থাকেন বরিশালে। তার বাসায় একটি বিড়াল আছে। কিরণ বাবু বিড়ালটিকে বেশ আদর করেন। শ্যামলকেও বলে দিয়েছেন বিড়ালটিকে কট না দেওয়ার জন্য। শ্যামল বিড়ালটিকে নিয়মিত খাবার দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়। অফিস থেকে ফিরে এলে বিড়ালটি মিউমিউ করে কিরণ বাবুকে অভ্যর্থনা জানায়।
 ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটু দেরি করে আসত কোন পাখি? ১
 খ. 'বেরিবেরির আসামি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. কিরণ বাবুর সাথে লেখকের যে বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকের শ্যামল 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালিনীর বিপরীত চরিত্রের প্রতিনিধি।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৭। মজিদ মাস্টার মুল ছুটির পর বাড়ি ফিরেছিলেন। পথে দেখলেন কিন্তু দুটু ছেলে গাছে গুলতি মেরে একটি পাখির বাচ্চাকে নিচে ফেলে দিয়েছে। তিনি তাদের বোঝালেন, পাখিও তো ব্যথা পায় এবং মা পাখি এসে বাচ্চাকে দেখতে না পেলে মানুষের মতোই আহাজারি করবে। দুটু ছেলেগুলো তাদের ভুল বুঝতে পেরে বাচ্চাটিকে যত্ন করে গাছে রেখে দিল।
 ক. 'শেষপ্রশ্ন' কোন ধরনের রচনা? ১
 খ. লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের দুটু ছেলেরা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকটি লেখকের কামনাকেই ধারণ করে"— মূল্যায়ন কর। ৪
- ৮। বেঞ্জল টাইগার হচ্ছে আমাদের কুকুরের নাম। না, আমাদের কুকুর নয়, মহারাজার কুকুর। তার নাকি অনেকগুলো কুকুর ছিল। তিনি সবকটাকে নিয়ে যান, কিন্তু এই কুকুরটিকে নিতে পারেননি। সে কিছুই রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। মা তাকে দুবেলা খাবার দেন। মাটিতে খাবার চেলে দিলে সে খায় না। খালার করে দিতে হয়। শুধু তা-ই না, খাবার দেবার পর তাকে মুখে বলতে হয়— খাও।
 ক. হলদে রঙের কোন পাখি একটু দেরি করে আসত? ১
 খ. লেখক কুকুরটিকে ডেতে আসতে বলেছিলেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "ভিন্ন প্রেক্ষাপট হলেও উদ্দীপকের ভাবার্থে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল সূর প্রতিফলিত হয়েছে।" মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

✓ উত্তরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	ৰ	১৭	ৰ	১৮	ক	১৯	ৰ	২০	ঘ	২১	ৰ	২২	গ	২৩	ঘ

✓ উত্তরসূত্র ▶ সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। ৯ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
 ২। ১০ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
- ৩। ১৭ পৃষ্ঠার ১৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
 ৪। ১৫ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
- ৫। ১৩ পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর
 ৬। ১৪ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
- ৭। ১৬ পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
 ৮। ১৯ পৃষ্ঠার ১৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর

দ্রষ্টব্য : অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 'আনন্দপাঠ' থেকে ২০ নম্বরের বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। সে বিবেচনায় বর্ণনামূলক প্রশ্ন উহু রেখে অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাইমূলক উপর্যুক্ত প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হলো।

$$10 \times 5 = 50$$